ভাড়াটে সৈনিক

শক্তির পরীক্ষা

লেখা ও আঁকা
ভিনসেন্ট সেগ্রেলেস

মুক্তবাংলা অরিজিনাল রিলিজ

ভাড়াটে সৈনিক

শক্তির পরীক্ষা

লেখা ও আঁকা
ভিনসেন্ট সেগ্রেলেস

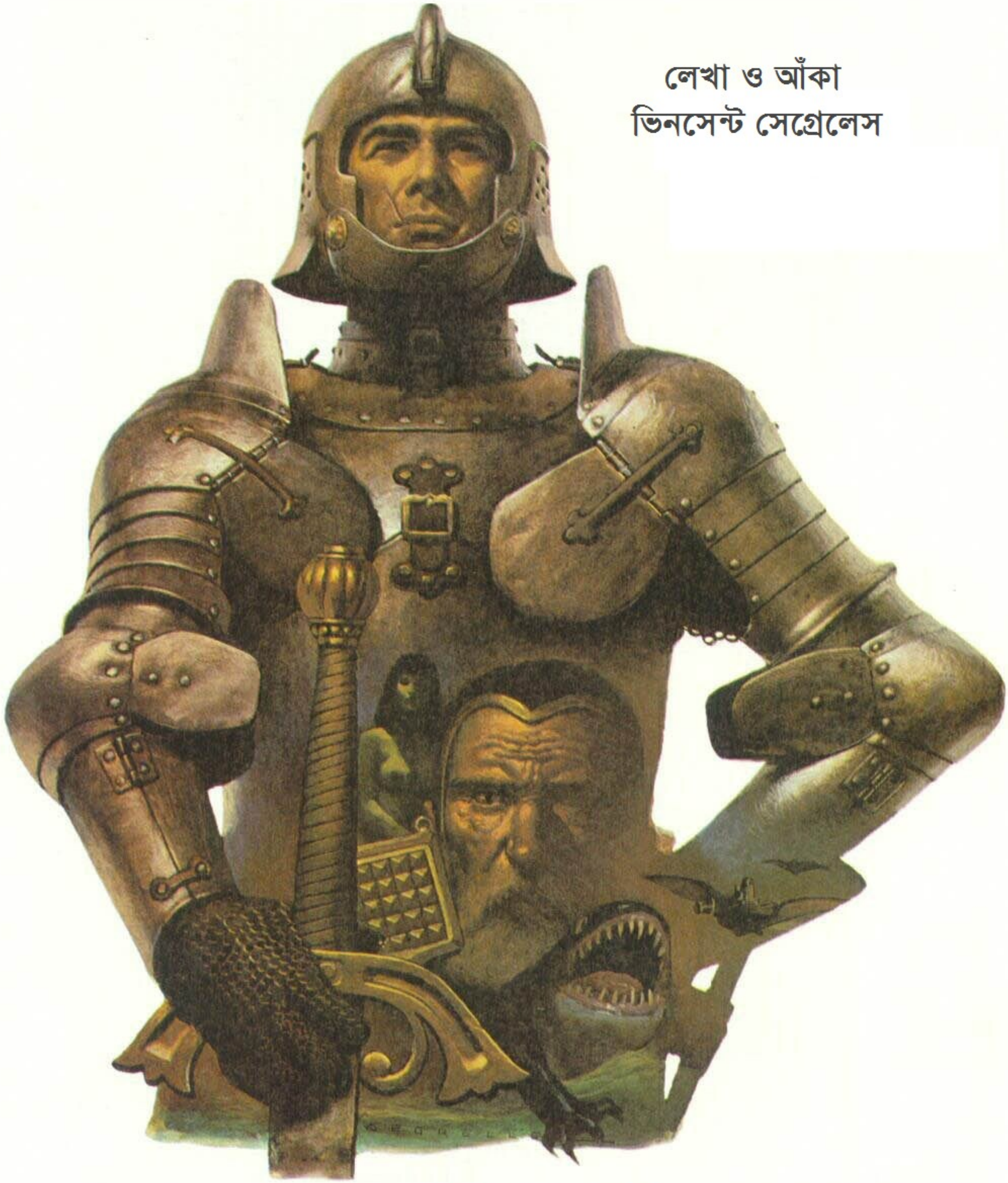

মুক্তবাংলা অরিজিনাল রিলিজ

১৯৪০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বারসেলোনায় ভিনসেন্ট সেগ্রেলেস জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি বারসেলোনার পন্যবাহী গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি ENASA-র প্রশিক্ষণ-স্কুলে কাজ পান। সেখানে তিনি নির্দেশাবলীর বই ও বিজ্ঞাপনকলার সাথে কারিগরী ও প্রতিকৃতি আঁকা শেখেন।

১৯৬০ সালে তিনি AFHA- প্রকাশকের মাধ্যমে আঁকিয়ে হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ইলিয়াড ও ওডেসির ছবি আঁকেন।

চার বছর পরে, ENASA ছেড়ে বারসেলোনায় পুয়েস্কাস ম্যাকক্যান নামক বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দেন। এখানে তিনি লোকের ছবি রঙ করাতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপরই তিনি বিজ্ঞাপনের বদলে আঁকার কাজটাতেই বেশি মনোযোগ দেন। ১৯৬৮ সালে প্রকাশক ব্রুগুয়েরার জন্য তিনি নকল ট্যাটু (স্টিকার) এর নকশা তৈরী করতে শুরু করেন যা দারুণ সফল হয়।

বিজ্ঞাপন করে ক্লান্ত ভিনসেন্ট ১৯৭০ সালে তিনি শুধু আঁকতে মনস্থির করেন। তিনি AFHA এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও সেই থেকে তিনি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের কাজ ও বইয়ের প্রচ্ছদেরই শুধু ছবি এঁকে যান।

১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে তিনি ইন্টারভিন পত্রিকার জন্য ধারাবাহিকভাবে সাদাকালো অঙ্কণ করে যান। সেইসময় শিল্পী হিসাবে তার দারুণ জনপ্রিয়তা তাকে কমিকসের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি ভাড়াটে সৈনিক এর কমিকস রচনা করতে শুরু করেন। সিমোক পত্রিকায় এই কমিকসের সুচনা থেকেই ভিনসেন্ট বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যান। সেগ্রেলেসের এই অনবদ্য উপহার ১৪টি দেশে অনুদিত হয়। এটি অন্যতম জনপ্রিয় বীরত্বের রুপকথা হয়ে যায়।

যারাই আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে চায়, তাদের সবাইকেই একগুচ্ছ শক্তি পরীক্ষায় উতরাতে হবে।

এই পরীক্ষা জীবনের ঝুঁকি নেয়ার মত বড় পরীক্ষা!

সে তো আমাদের কাজেরই অঙ্গ!

তা ঠিক! তোমার লড়ার ক্ষমতা, সাহস, মনোবল আর বিশ্বস্ততার মান পরীক্ষা করা হবে এতে।

কিন্তু সবার আগে মনে রাখবে, আমাদের অস্তিত্ব গোপন রাখার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন!

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। নান-তাই তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে।

ঠিক আছে। তুমি এখন বিশ্রাম করে নাও। পরীক্ষা মাঝরাতে শুরু হবে আর বিশ্বাস করো, পরীক্ষাটা খুবই কষ্টকর!

তোমার মনে হচ্ছে, আমি পারব?

আমি জানি না।এই যে, এটা রাখো আর লুকিয়ে নাও। শেষ পরীক্ষায় এটা কাজে দেবে। মনে রেখো, এটা গোপনীয়!

গোপন থাকবে।

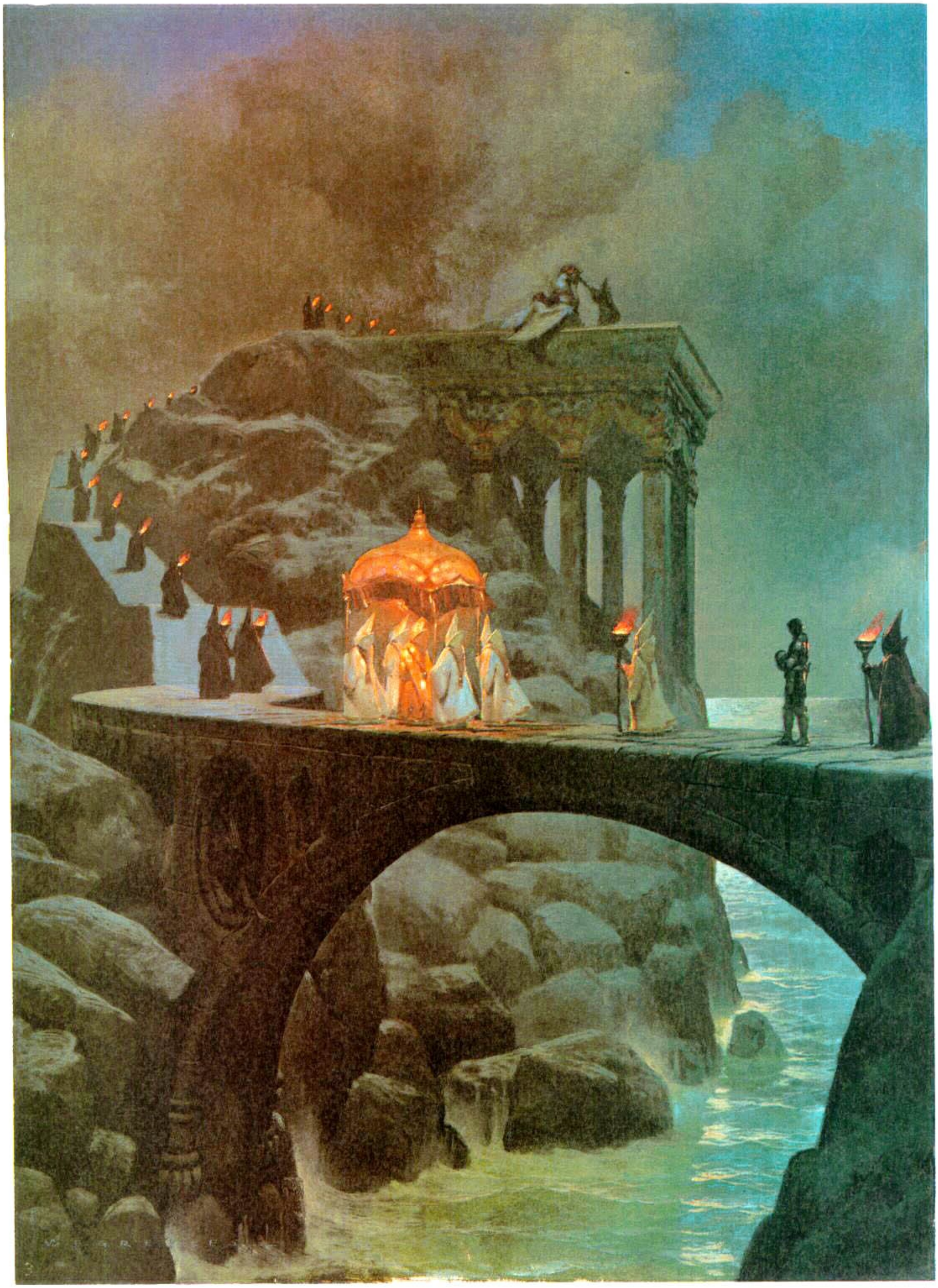

আলো আমাকে
পরীক্ষায় পথ দেখাবে!

আহা... সুন্দরভাবে চড়লাম।
কিছু তো ঠিক হল!

এটাই প্রথম
উড়ান!

ধ্যাত্তেরি! ছুঁচালো পাথরের পাহাড়!

বুঝতে পারছি, আমাকে ওই মঞ্চে নামতে হবে।

মনে হচ্ছে কেউ নেই!

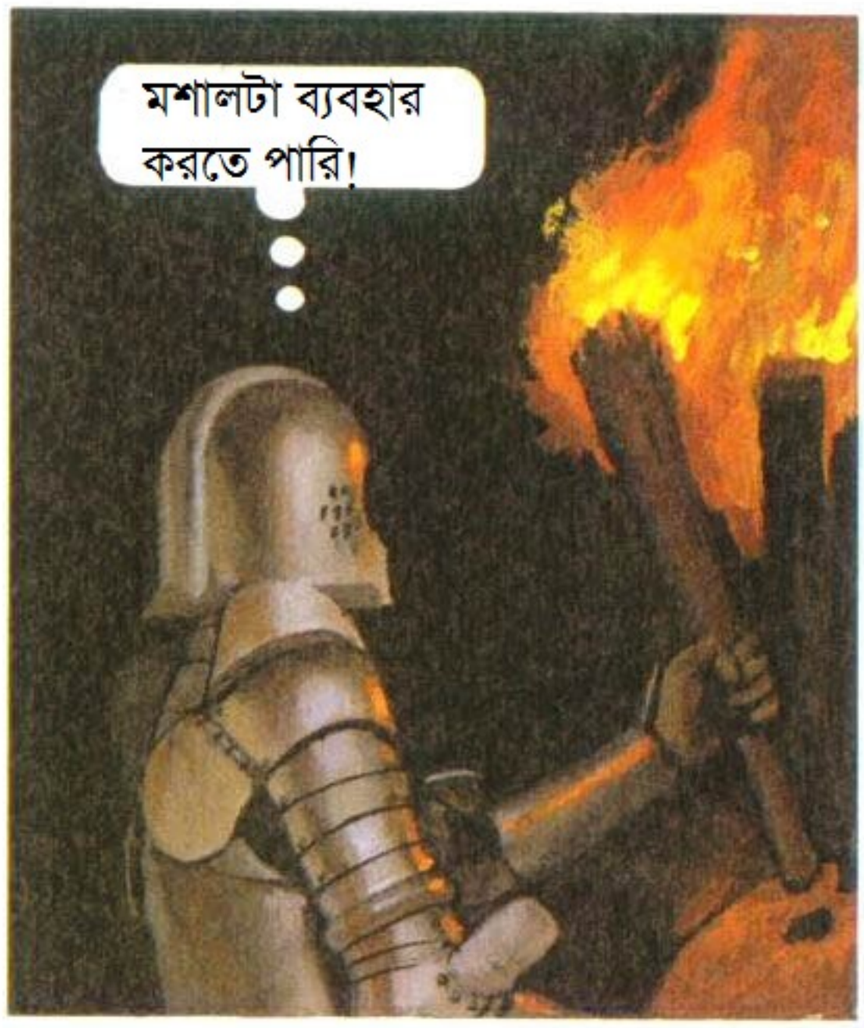

জানি না প্রথম পরীক্ষাটা কি! তবে নিঃসন্দেহে, আমাকে ভিতরে যেতে হবে।
মশালটা ব্যবহার করতে পারি!
মনে হচ্ছে আমি একা নই!
আমি তোমার প্রথম পরীক্ষা!
শয়তানের দোহাই! কি ওটা?

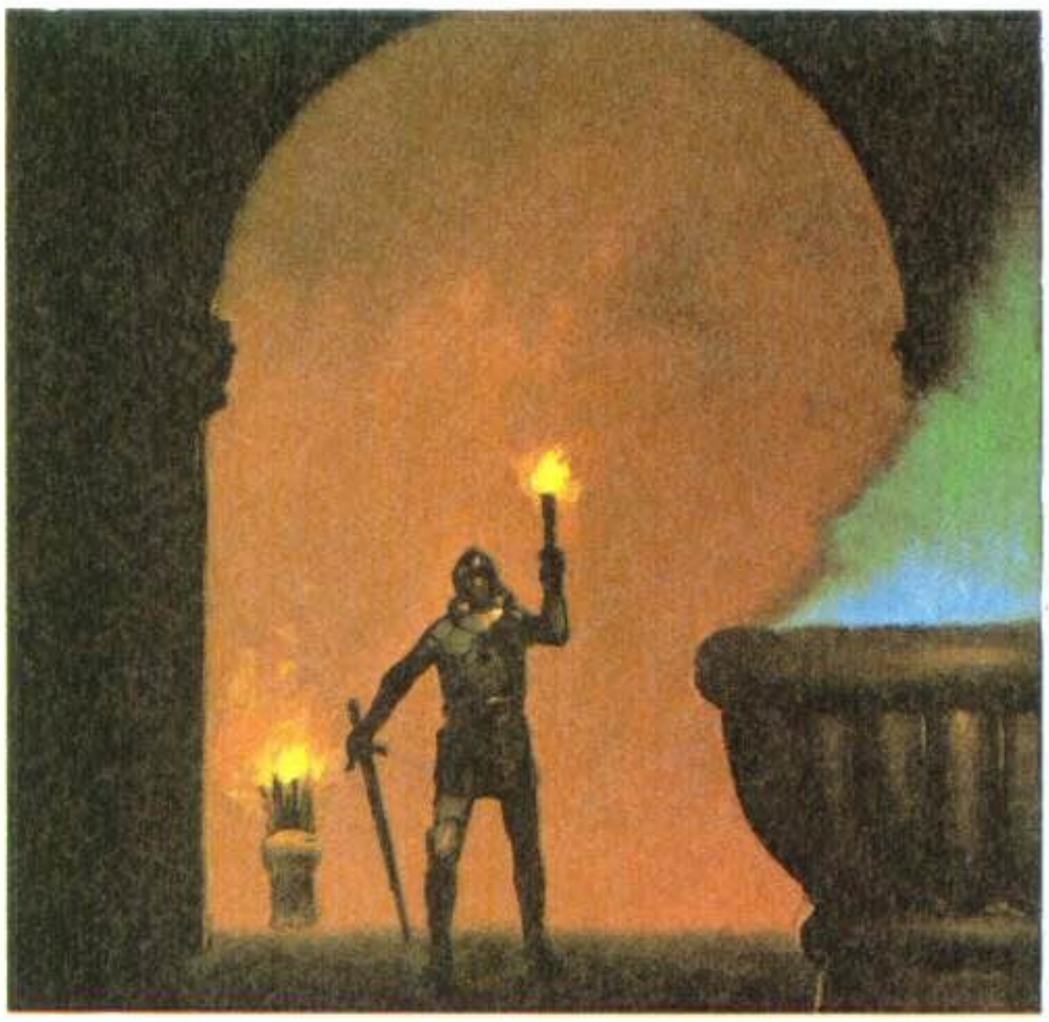

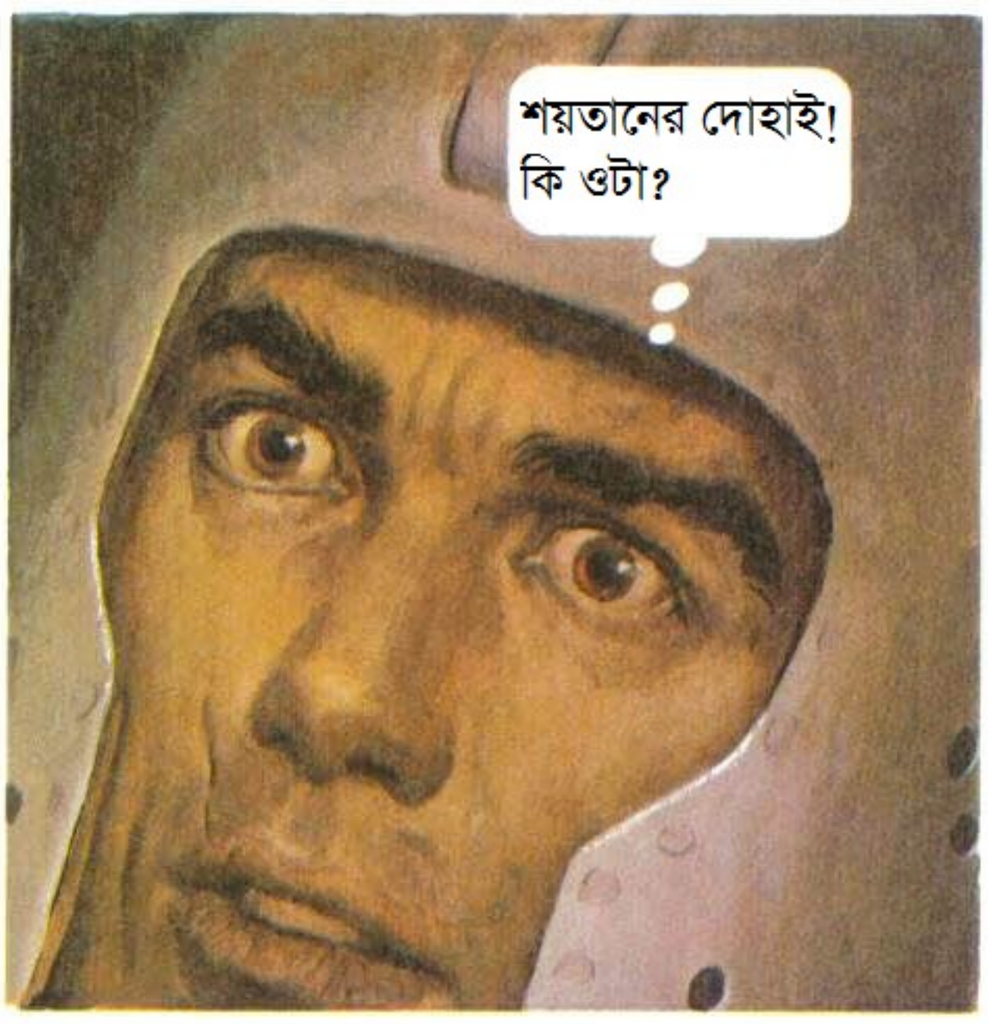

আর আমিই শেষ পরীক্ষা। কারণ আমাকে না হারিয়ে তুমি এগোতে পারবে না। আমৃত্যু লড়াই। হয় এখানে মরো নয় পালাও!

পরিষ্কার বুঝছি যে তুমি আমাকে চেনো না! আমি কাউকে ভয় পাইনা!

তা হয়ত হতে পারে!

ঝনাত

আমার সামনে কেউ টিকতে পারে না...তুমিও পারবে না!

তা ঠিক। আমি টিকতে পারব না!

অন্তত তোমার পরিবেশে তো বটেই!

কিন্তু তোমার এলাকার বাইরেও তো লড়া যায়!

কত বছর থেকে যে এমন চালাক যোদ্ধার দেখা পাইনি! হা হা হা!

খুব সুন্দর! তোমাকে আমার ভালো লেগেছে!

আহা! তুমি আরও একবার চেষ্টা করছ!

তোমার খুলি আমার দেয়ালের শোভা বর্ধন করবে!

ভালো! ভালো!

কিন্তু...

বোকাটা শীঘ্রই মরবে!

এই ও আসছে!

হা হা হা! এমন বোকা বোকা কৌশল দেখিয়ে তুমি আমাকে বুদ্ধু বানাবে ভেবেছ?

নিশ্চয়ই ওই খোঁচাগুলোর মাঝেই কোথাও আছে!

গেল কোথায়?

এখনই উঠে এসো বলছি... নইলে কিন্তু...

নেই! কোনোও চিহ্নই নেই ওর!

ও কি...
না!

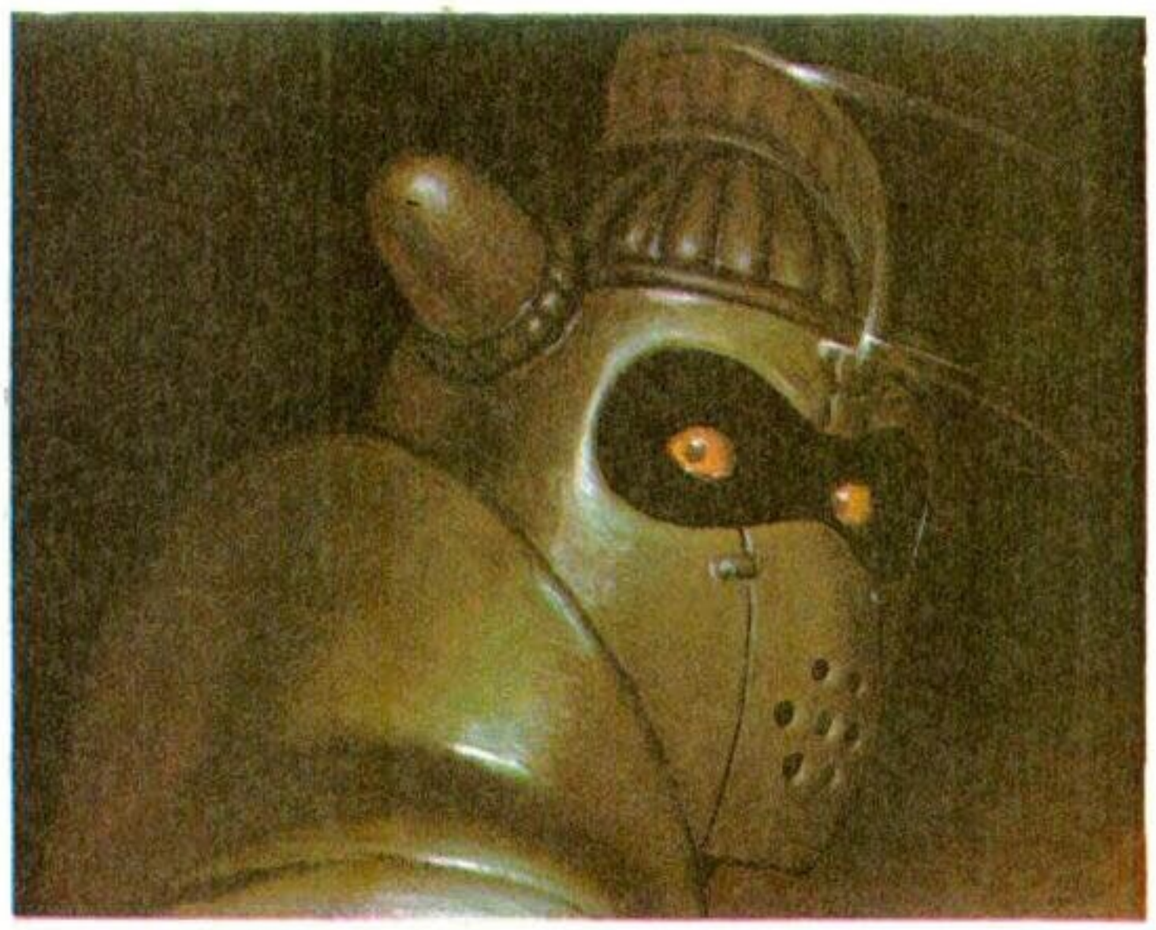

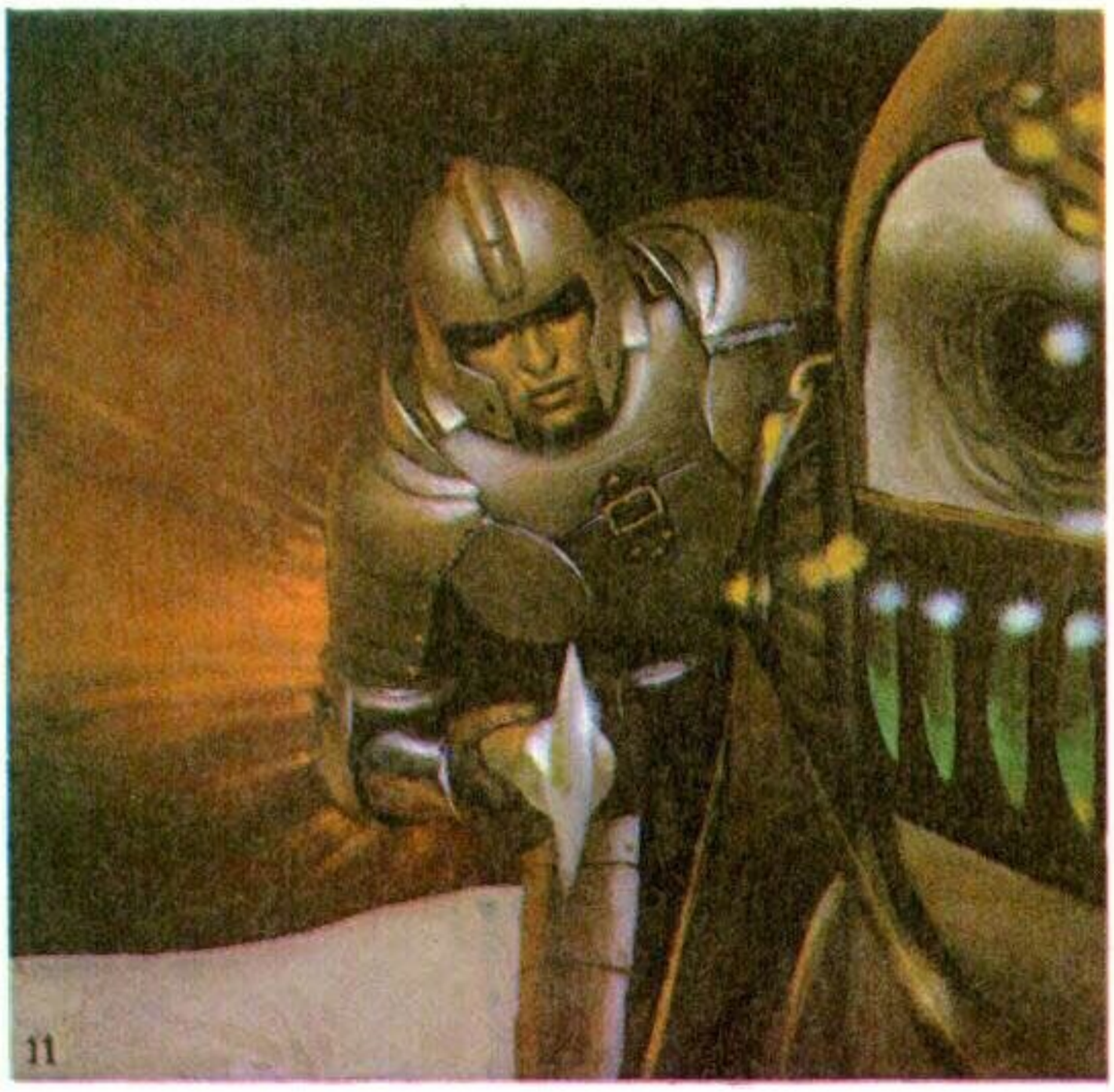

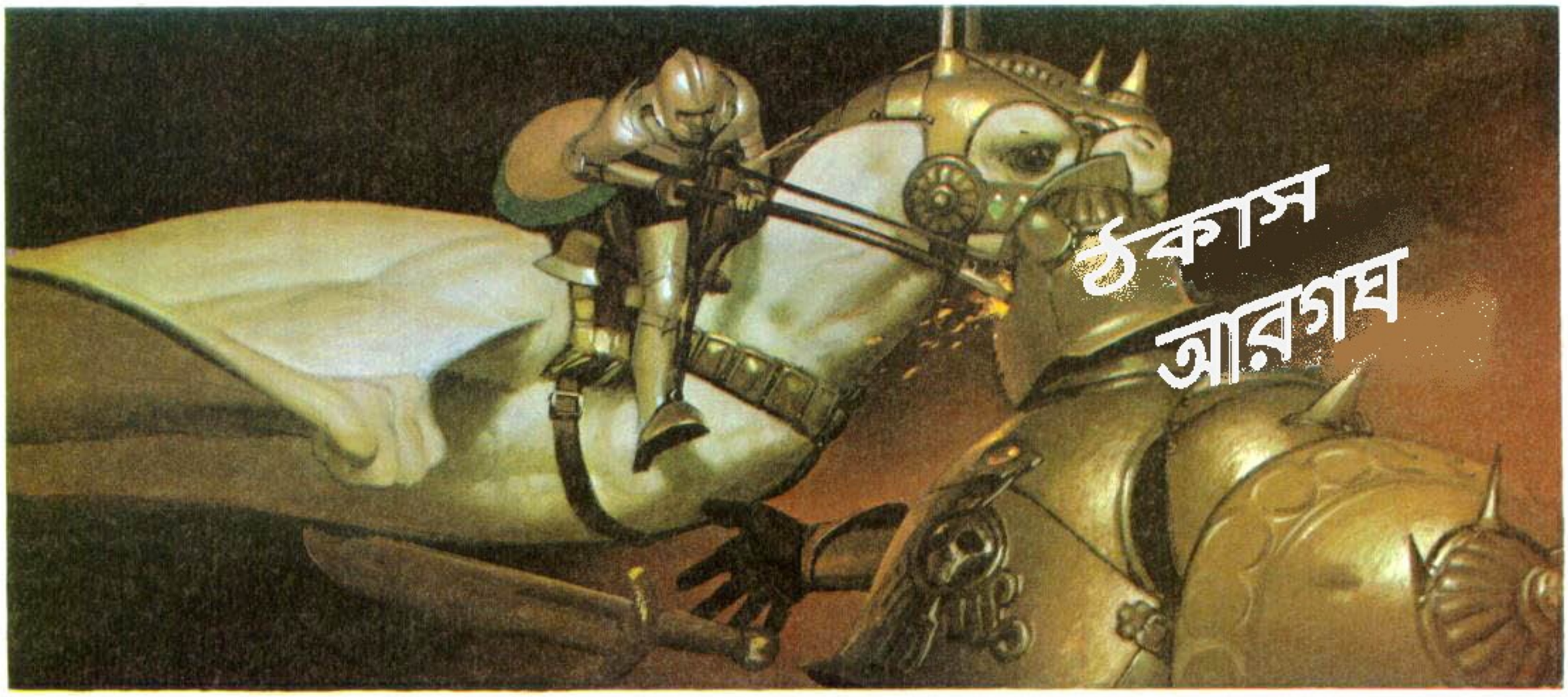

ঠকাস
আরগঘ
কড়াত

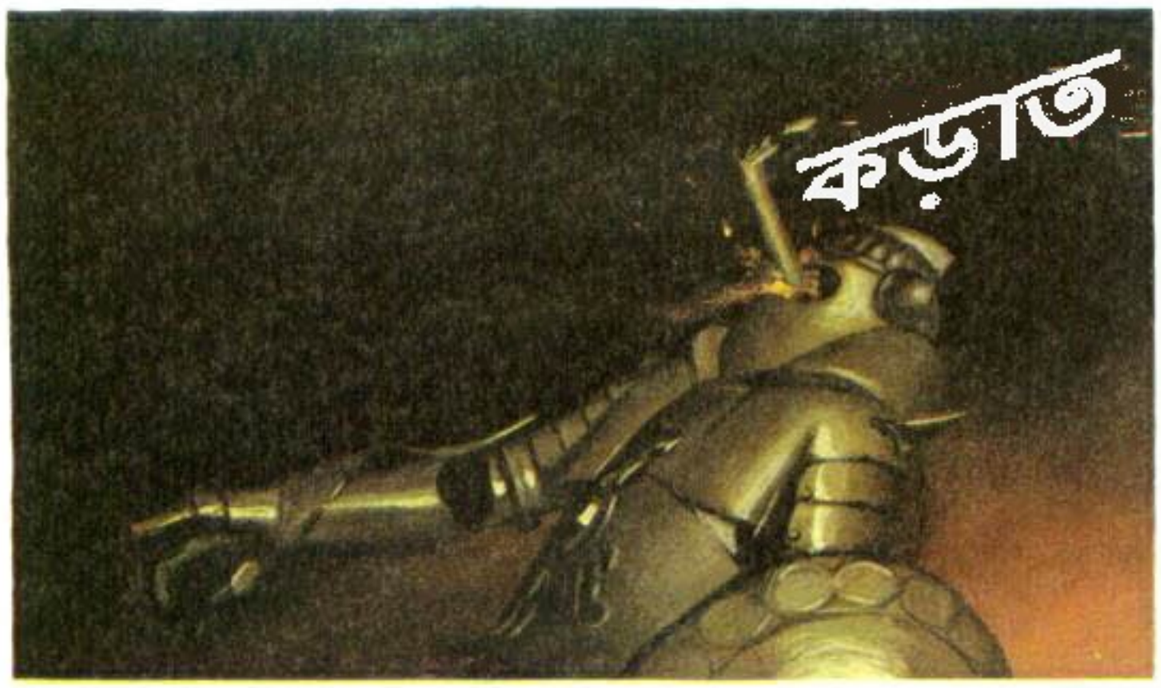

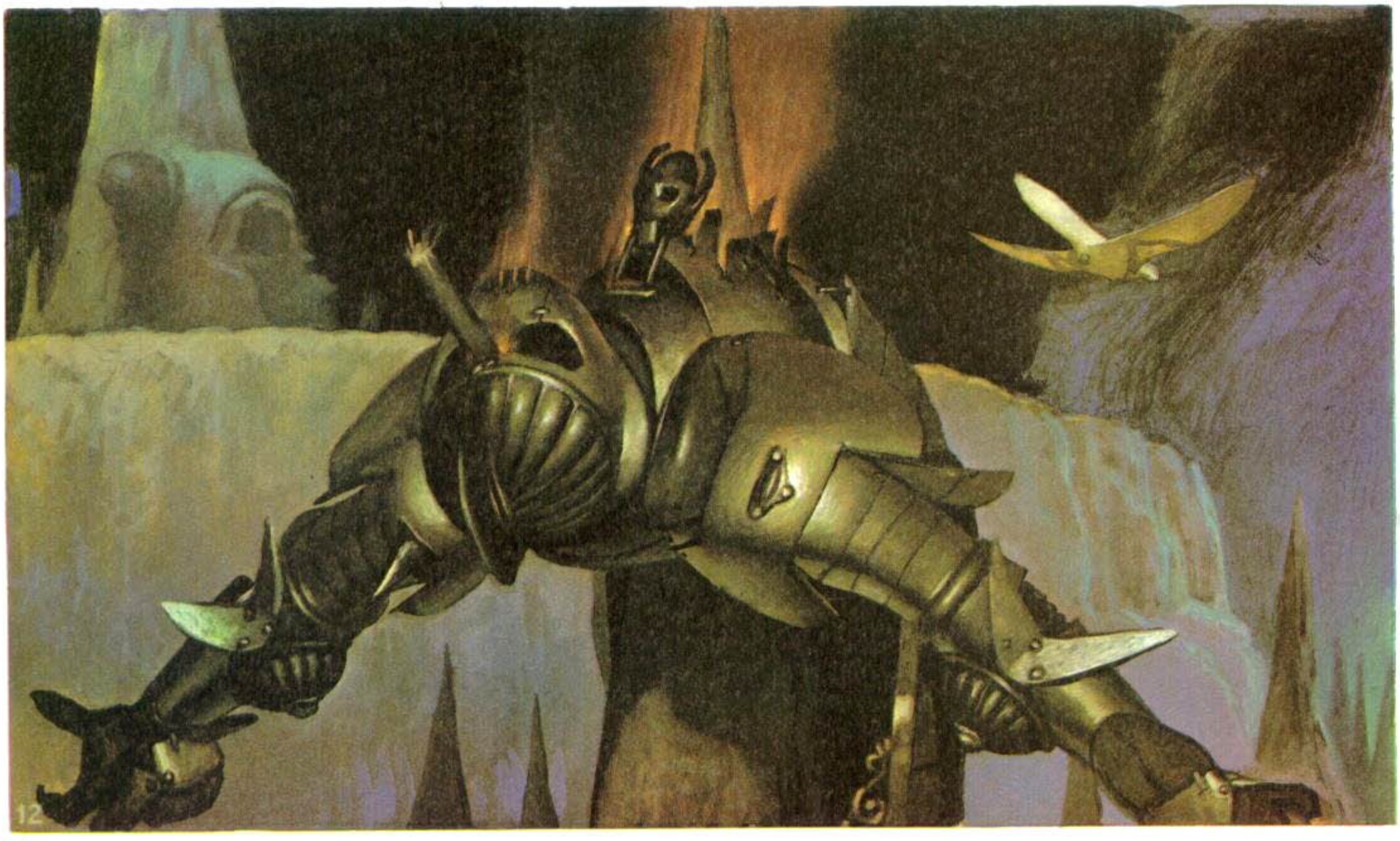

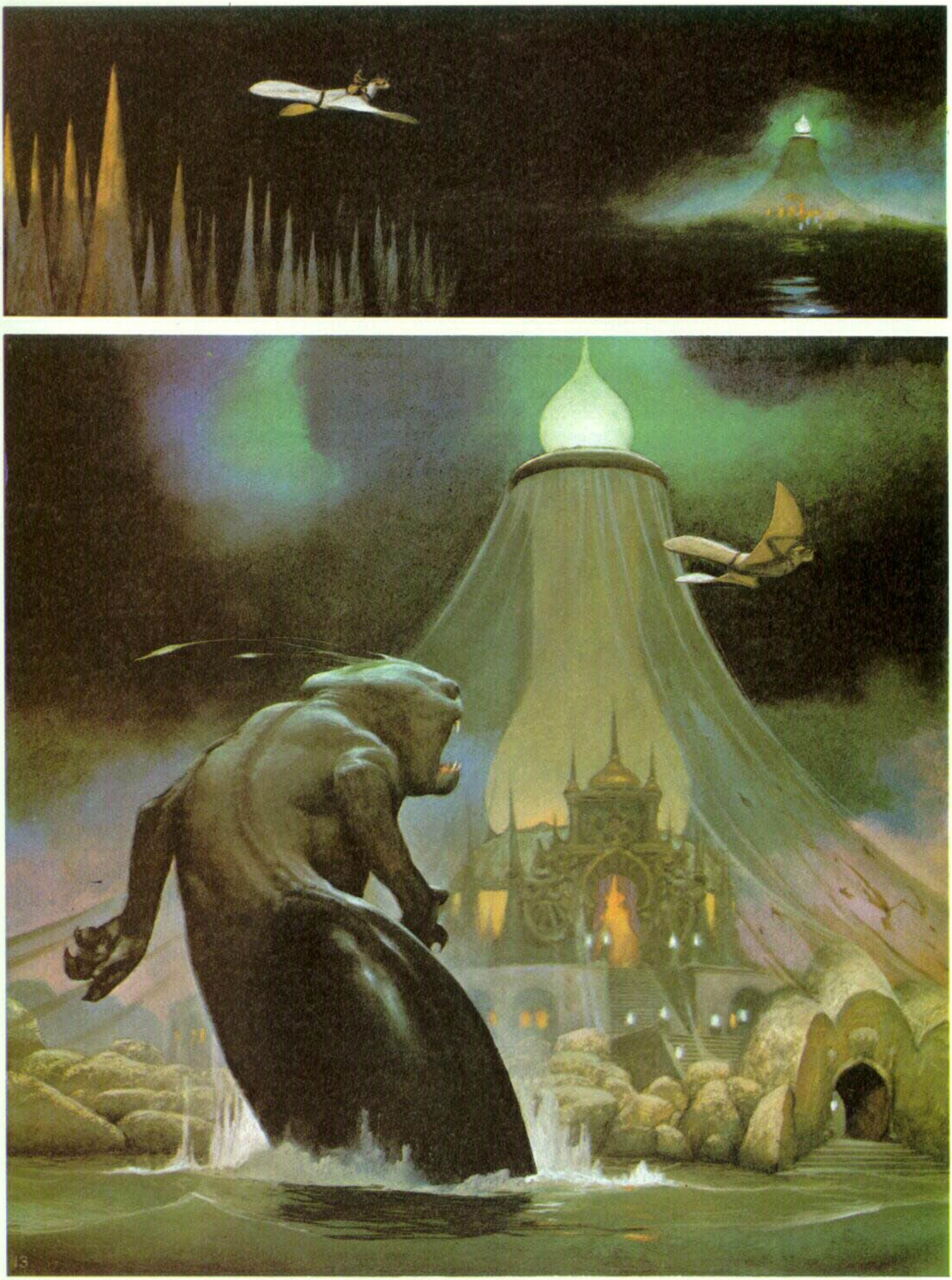

একটা প্রাসাদ... উপরে পর্দা দেওয়া...

পর্দাটা মনে হচ্ছে মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরী... ছেঁড়া অসম্ভব...

ওরা চাইছে আমি ওখানে যাই... যাবার পথ মাত্র... একটা আর যে ওখানে যেতে চাইবে...

কপাৎ

সে একেবারে ওর খপ্পরে পড়বে!

গম্বুজ দিয়ে দেখা যাক!
নাহ্! বাকি অংশের মতই একেবারে অভেদ্য! একটাই সম্ভাবনা মাথায় আসছে!
মনে হচ্ছে পাগলের পরিকল্পনা। তবে এই বর্ম পড়ে তা হয়ে যাবে আত্মহত্যার সামিল!
সুতরাং উঁচুতে যাওয়া যাক!
এবার ওখানে চলো!
15

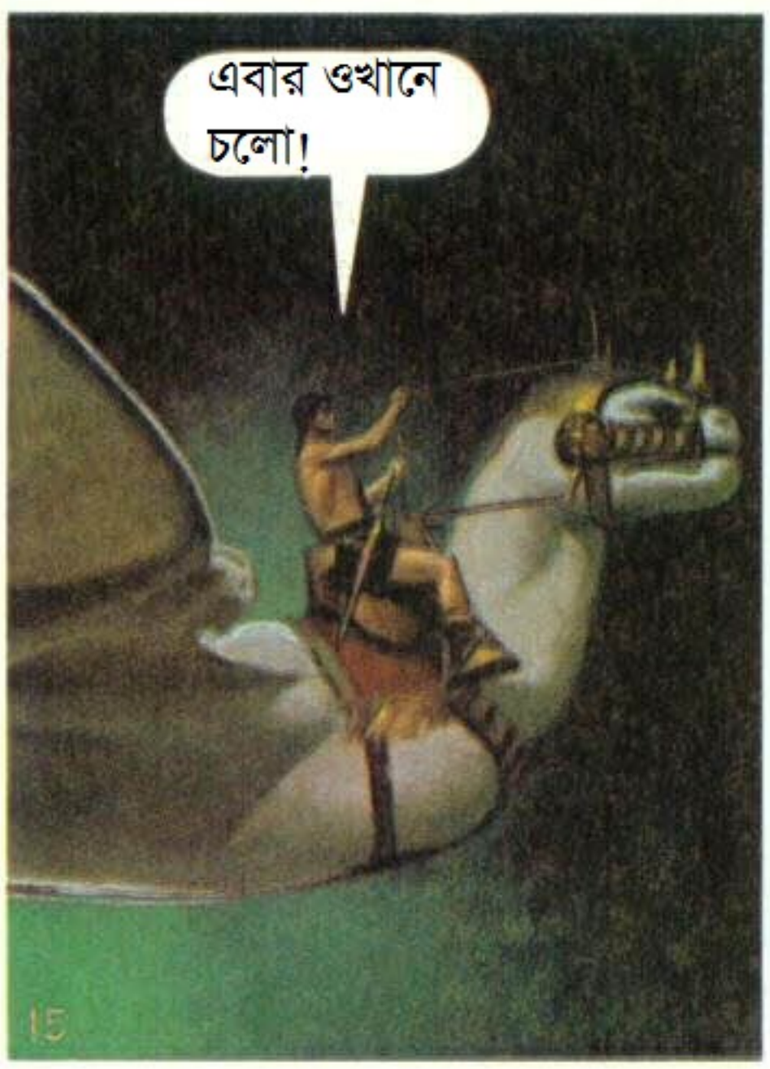

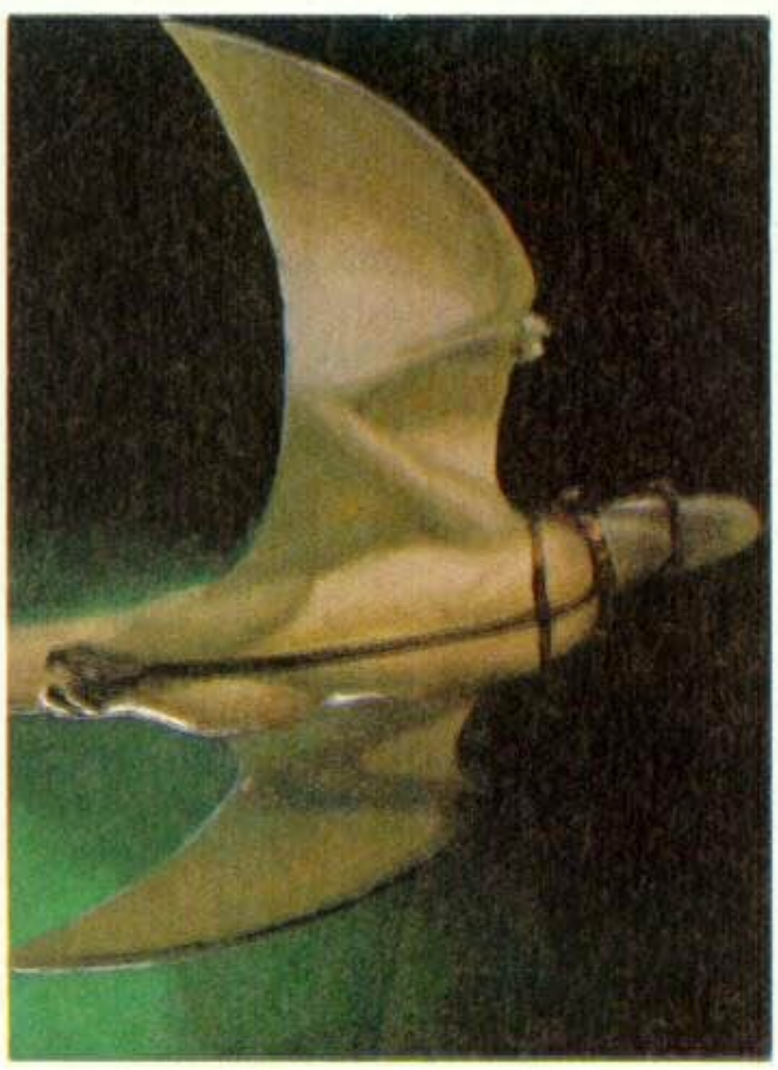

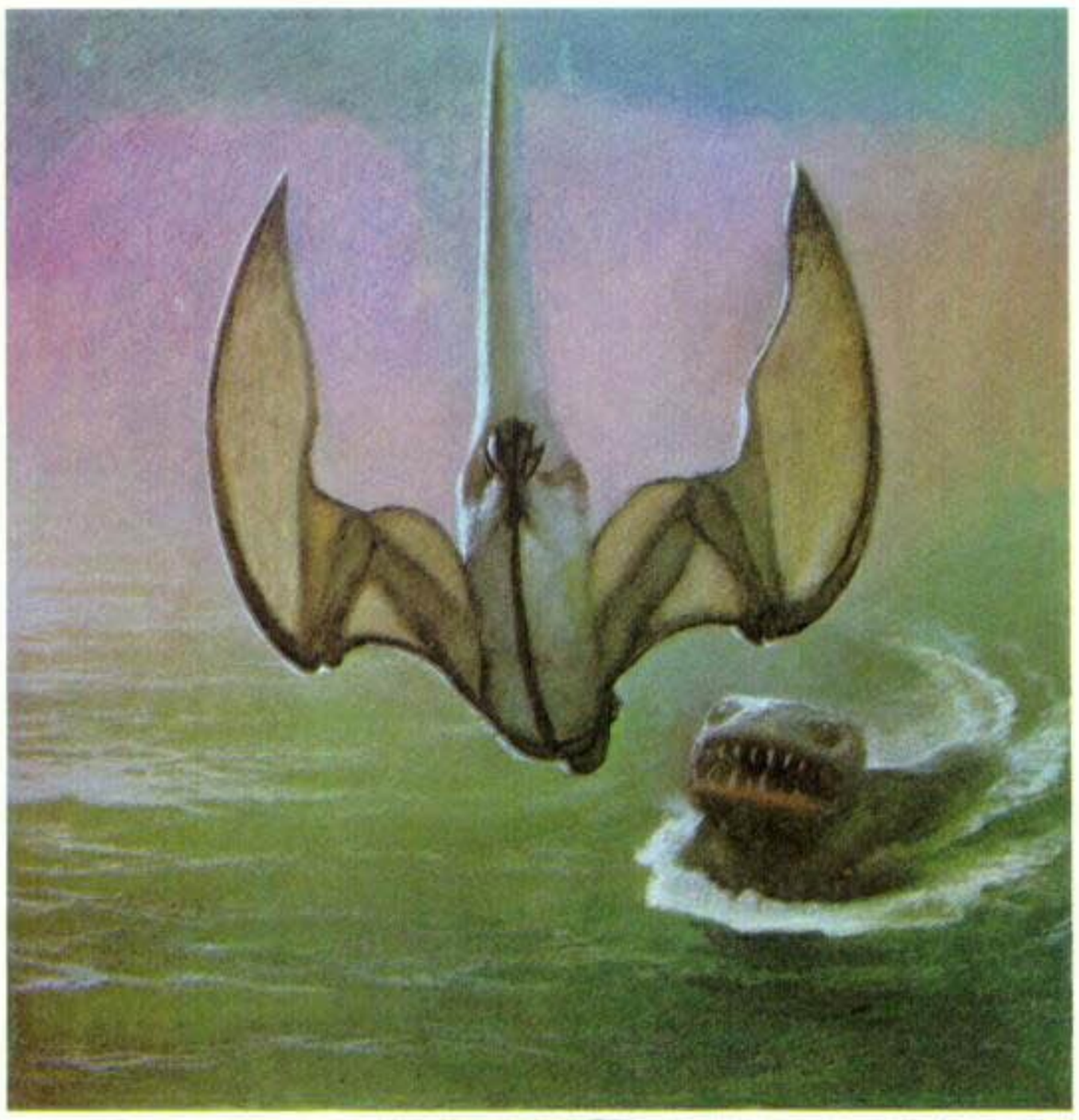

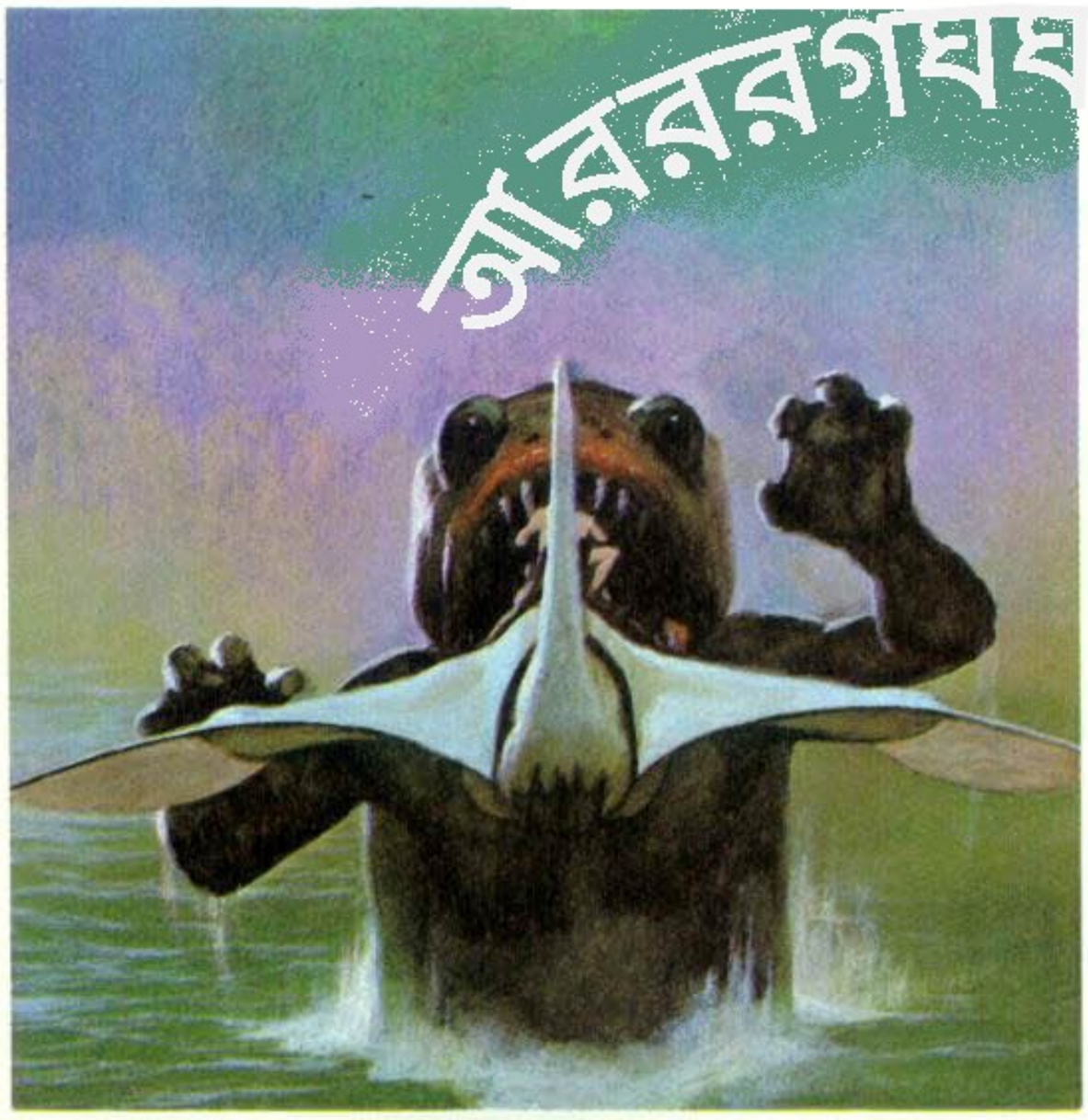

আরররগঘঘ
থপাক

আমার জন্য এখানে কি অপেক্ষা করছে জানতে কৌতুহল হচ্ছে!

আর হাতে শুধু এই তরোয়াল নিয়ে আমি বেশি কিছু করতেও পারব না...

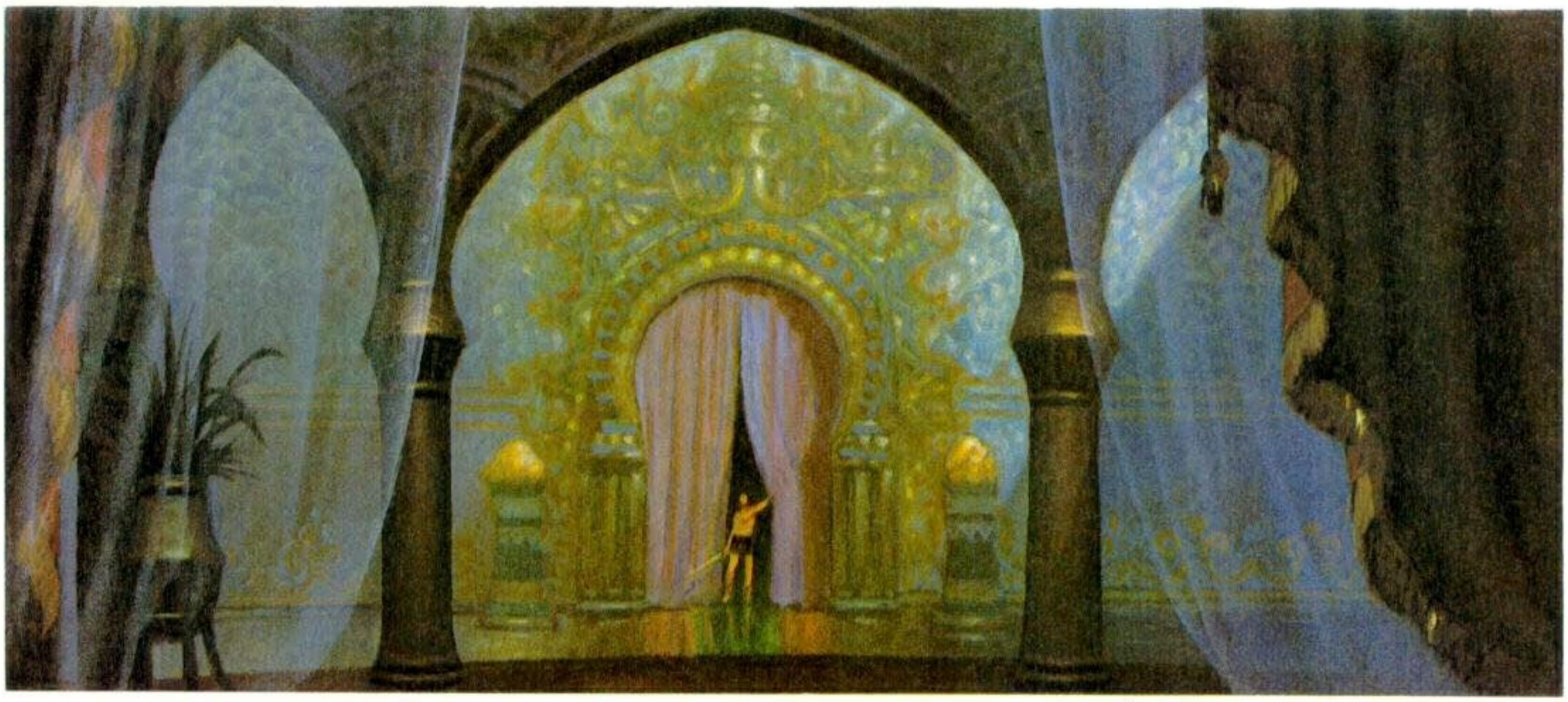

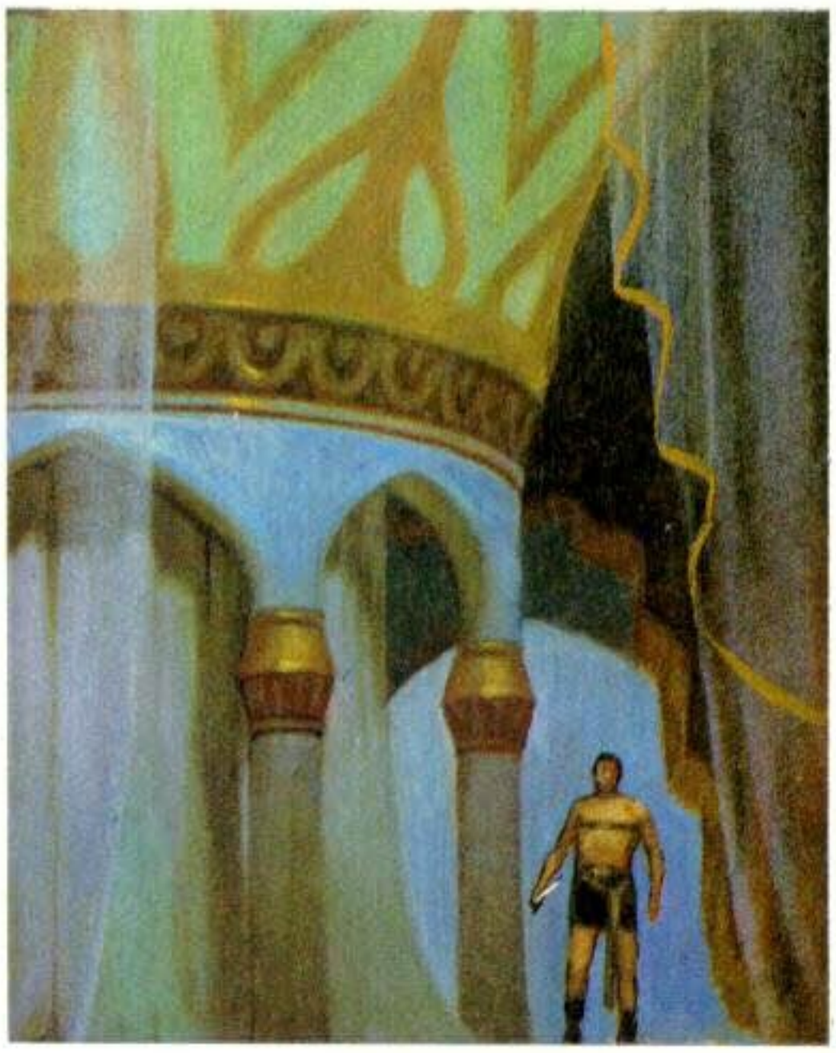

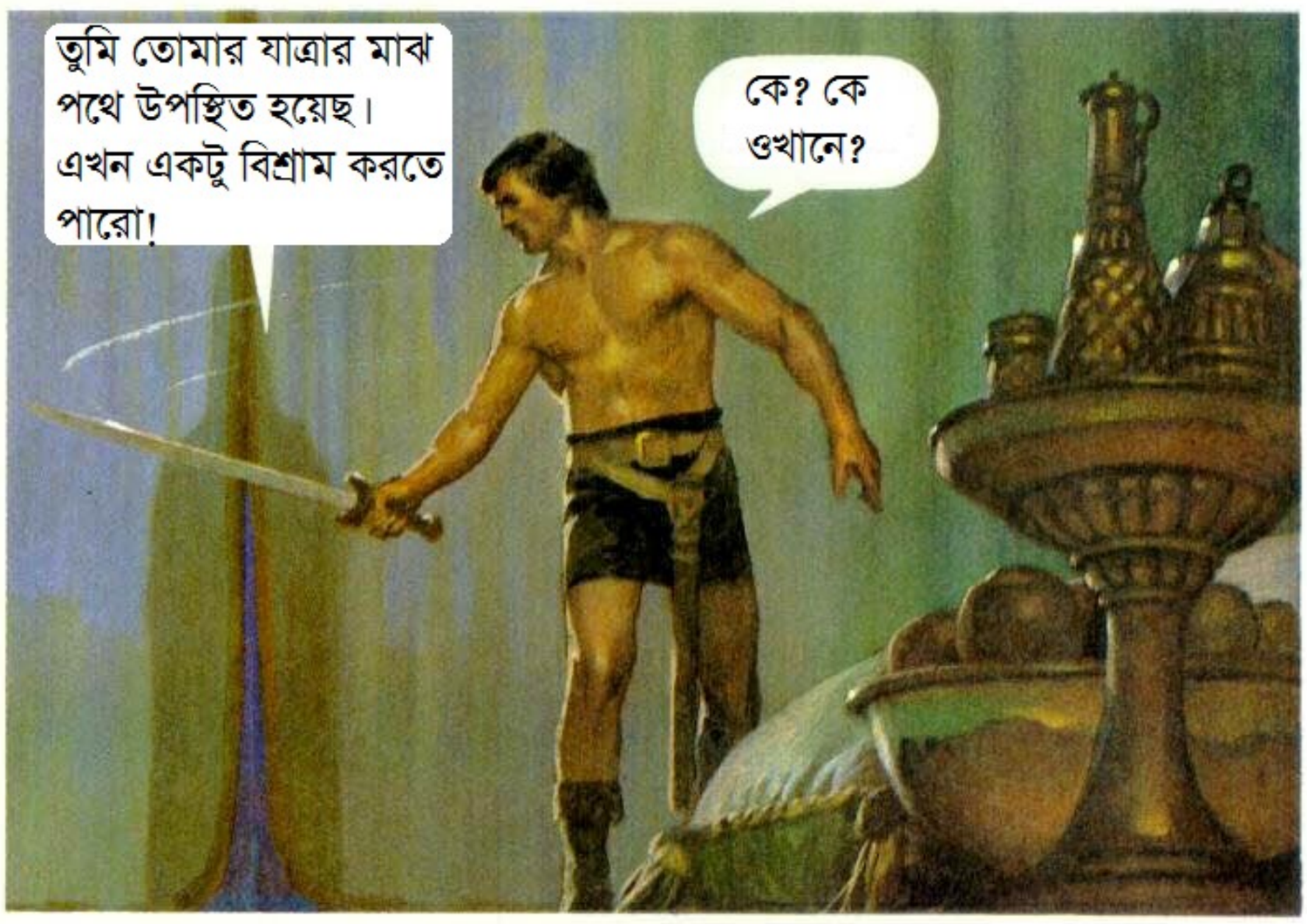

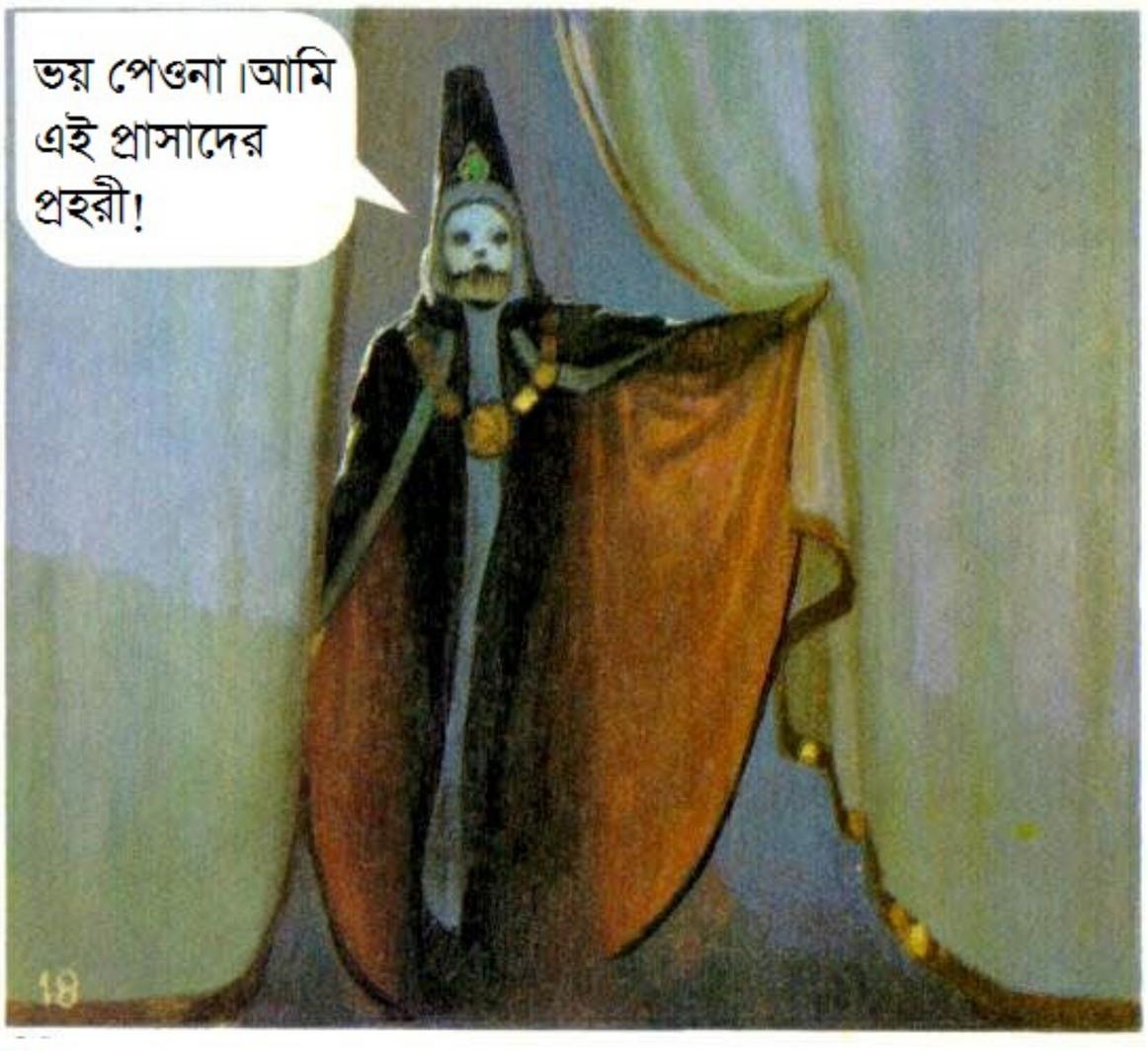

তুমি তোমার যাত্রার মাঝ পথে উপস্থিত হয়েছ। এখন একটু বিশ্রাম করতে পারো!
কে? কে ওখানে?
ভয় পেওনা।আমি এই প্রাসাদের প্রহরী!
সহজ হও! চারিদিকে তাকিয়ে দেখো।এখানের সব কিছু তোমার জন্যই সাজানো আছে!

তার মধ্যে কি সেও পড়ে?

নিশ্চয়ই!

লোভনীয় ব্যবস্থা... ফাঁদ নয়তো?

হুমম্! তোমার ক্ষেত্রে... হতেও পারে!

তার মানে কি, অ্যাঁ!

তোমার ক্ষেত্রে আমি সত্যই বলব। তুমি এতদুর আসতে পেরেছ, মানে তুমি খাঁটি যোদ্ধা। কিন্তু তুমি তোমার প্রায় সব হাতিয়ার হারিয়েছ... আর আসনও... এর পর এগোবে কী করে, ভেবে দেখেছ? তুমি ভবিষ্যৎ ভাবোনি নিশ্চয়। মনে হয় ওরা তোমাকে আর বাকি পরীক্ষাগুলি দিতে বাধা দেবে।

ধ্যাত্তেরি! তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি এরকম হয়... নিশ্চয়ই তবে কোথাও গড়বড় আছে।

কিন্তু আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি...

কীভাবে?

আমি তোমাকে একটা আসন আর অস্ত্র দেবো... আর তোমার ভুলের কথা কাউকে বলবো না!

আর বিনিময়ে কি চাও?

বেশী নয়... সব কিছুরই তো দাম আছে... এক্ষেত্রে সামান্য কিছু তথ্য!

কিরকম তথ্য?

মহান লামার জ্বালামুখের সুরক্ষা সম্বন্ধীয়!

কী আবোলতাবোল বকছ? তুমি একেবারে পাগল... ও বুঝেছি। এটাও পরীক্ষার একটা অঙ্গ... বিশ্বাসঘাতকতার পরীক্ষা!

না, তা নয়... কিন্তু তা হলেই বা কী? তুমি আমার সাহায্য ছাড়া আর এক পাও এগোতে পারবে না...।

আমি যা চাই তা পাবার আরও উপায় আছে!

হা হা হা! তুমি কি ভাবছ আমি এতটাই বোকা? অত সহজ নয়!

চটাস চটাস

তুমি আমার সঙ্গীকে যদি হারাতে পারো, যা হতেই পারে না, তবুও তুমি আমাকে মারা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না!

কারণ দুটি যুক্তিসঙ্গত... মনে রাখব। অবশ্য এইসময়ে আশা করি বেশ্যাটা তার কাজ ভালই করবে, নাকি?

এই ফাঁদ থেকে পালানোর কি কোনো উপায় জানা আছে?

এবিষয়ে কোনো কথা বলা বারণ আছে। তবে তুমি যদি পালাতে পারো, আমাকেও নিয়ে যেও!

তোমার কথা মনে রাখব!

বজ্জাত বুড়ো তোমার উপর চালাকি করছে, তোমাকে বিভ্রান্ত করছে!

তুমি প্রাসাদে সঠিক উপায়েই ঢুকেছ। যারা বেরোনোর পথ পর্যন্ত যাবে, তাদের জন্য বাহন আর জিন তৈরী আছে।

কিন্তু বাইরের আচ্ছাদনটা...

চিন্তা নেই, ছোট একটা দরজা আছে। তাছাড়া ওখানে তুমি বর্মও পেয়ে যাবে!

যথেষ্ট হয়েছে!

মারো ওদের... প্রথমে ওই ভাড়াটে যোদ্ধাকে!

বজ্রপাত!

তোমার তরোয়াল...
ওটা ব্যবহার করো!

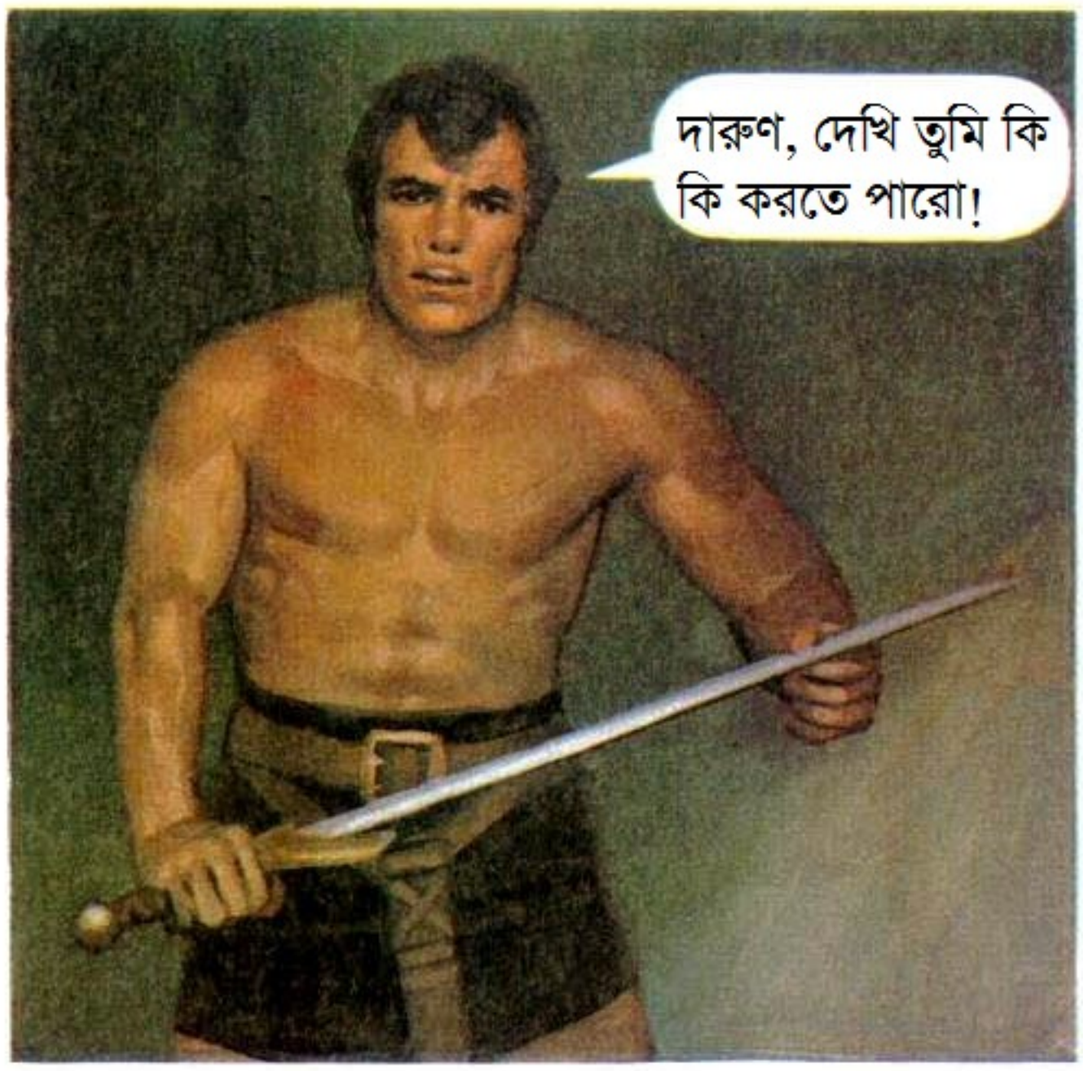
দারুণ, দেখি তুমি কি
কি করতে পারো!

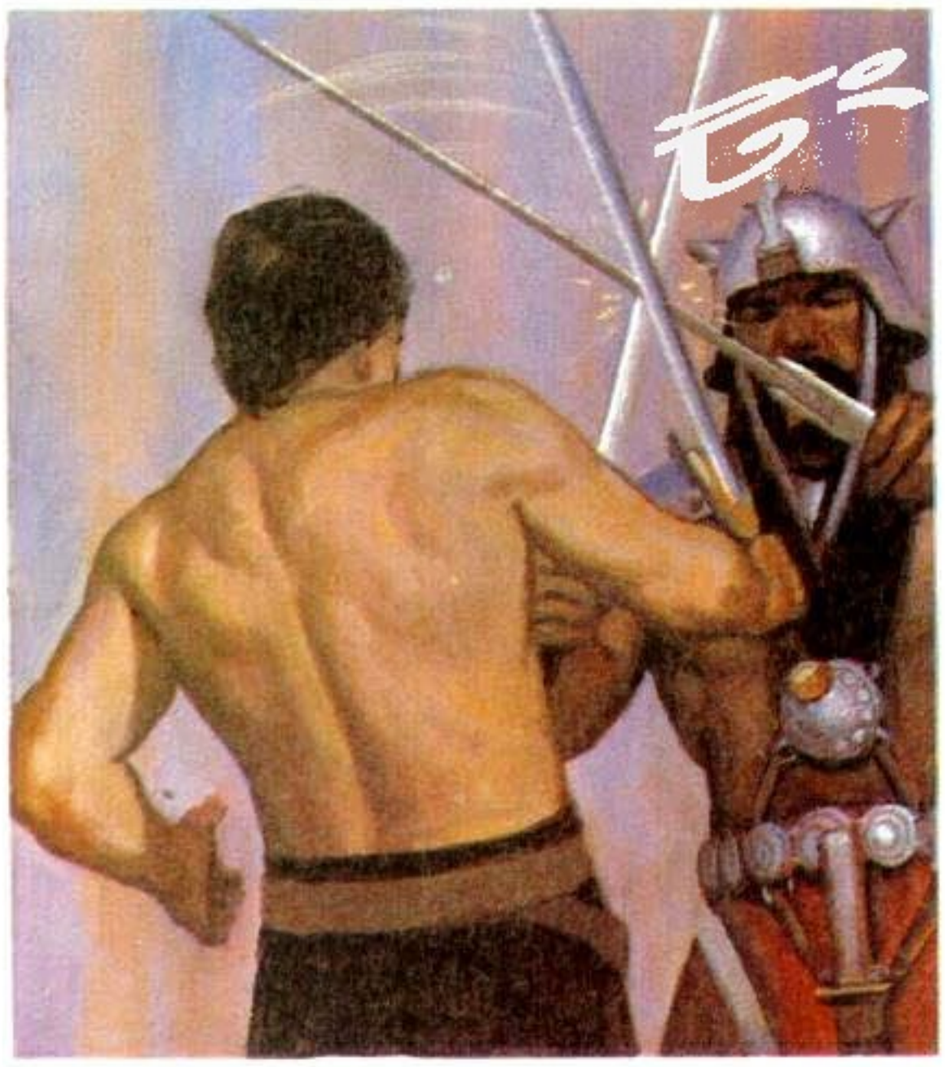
টং

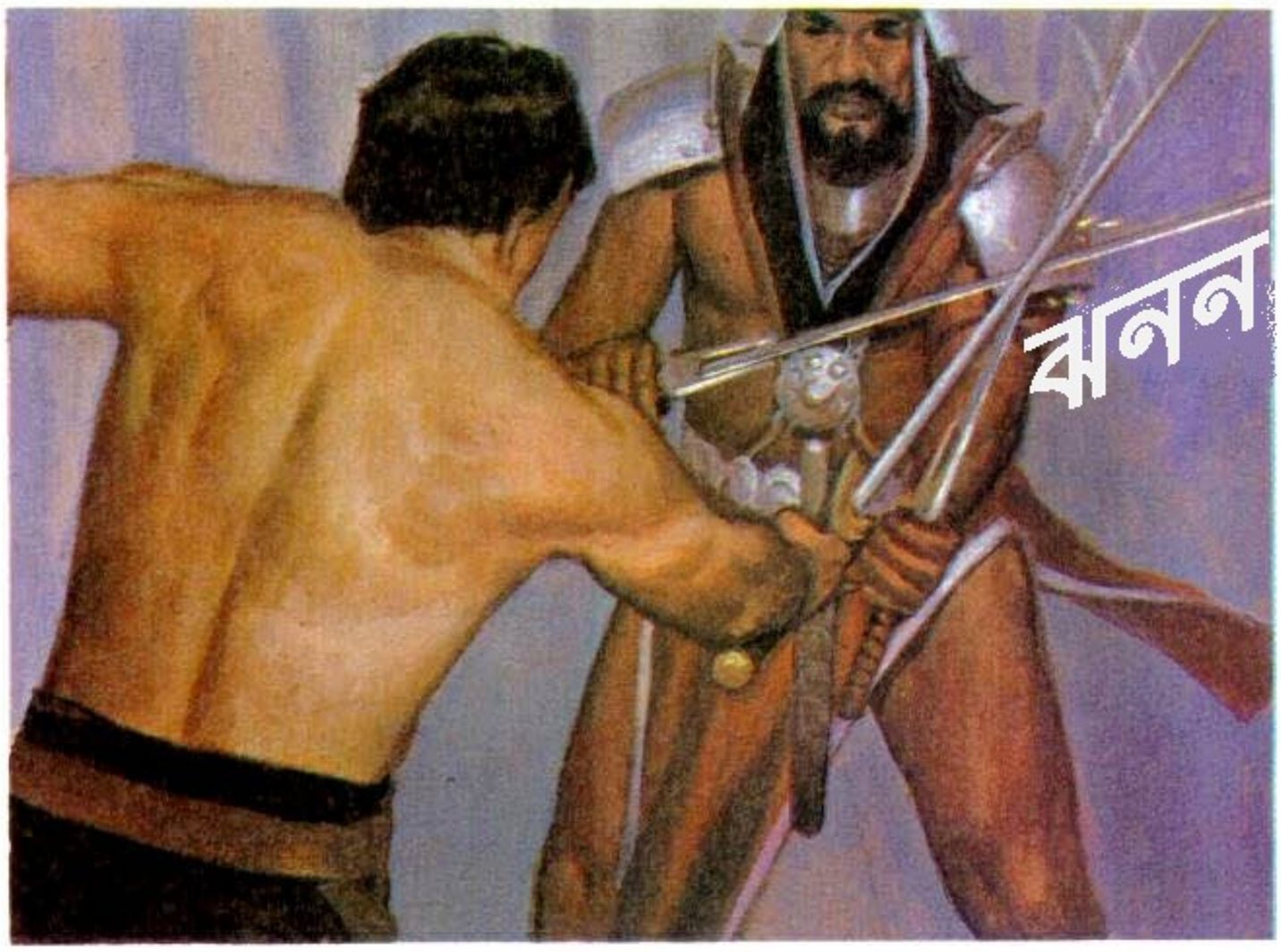
ঝনন

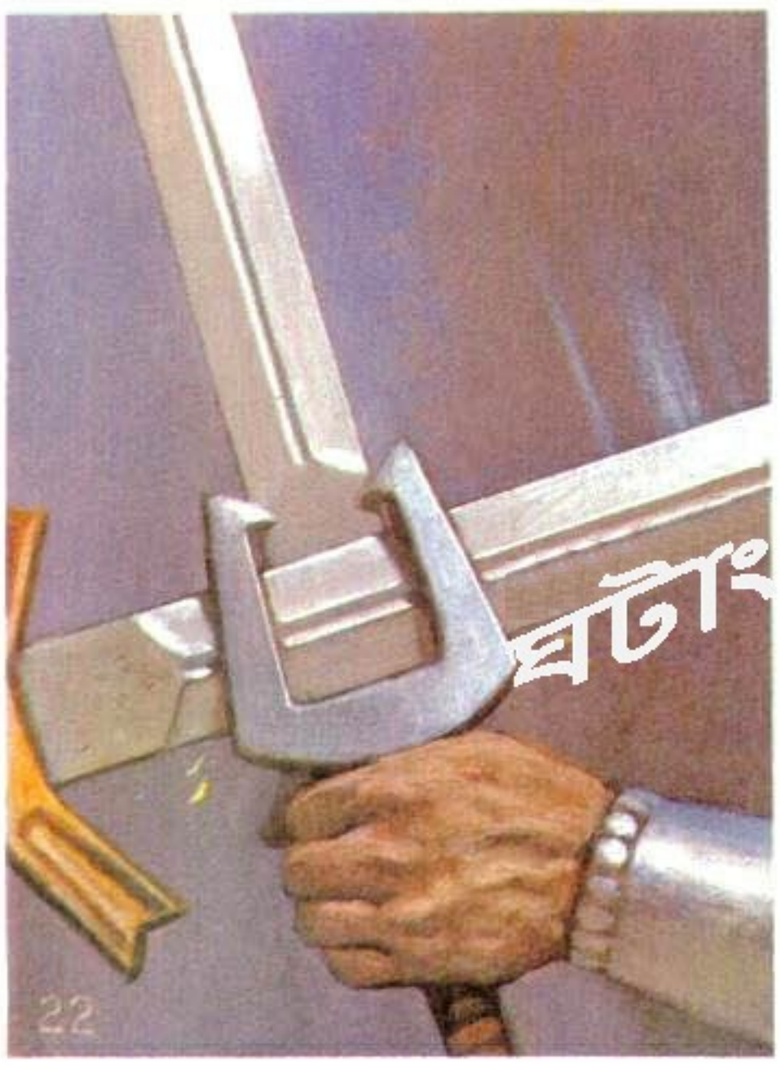
ঘটাং

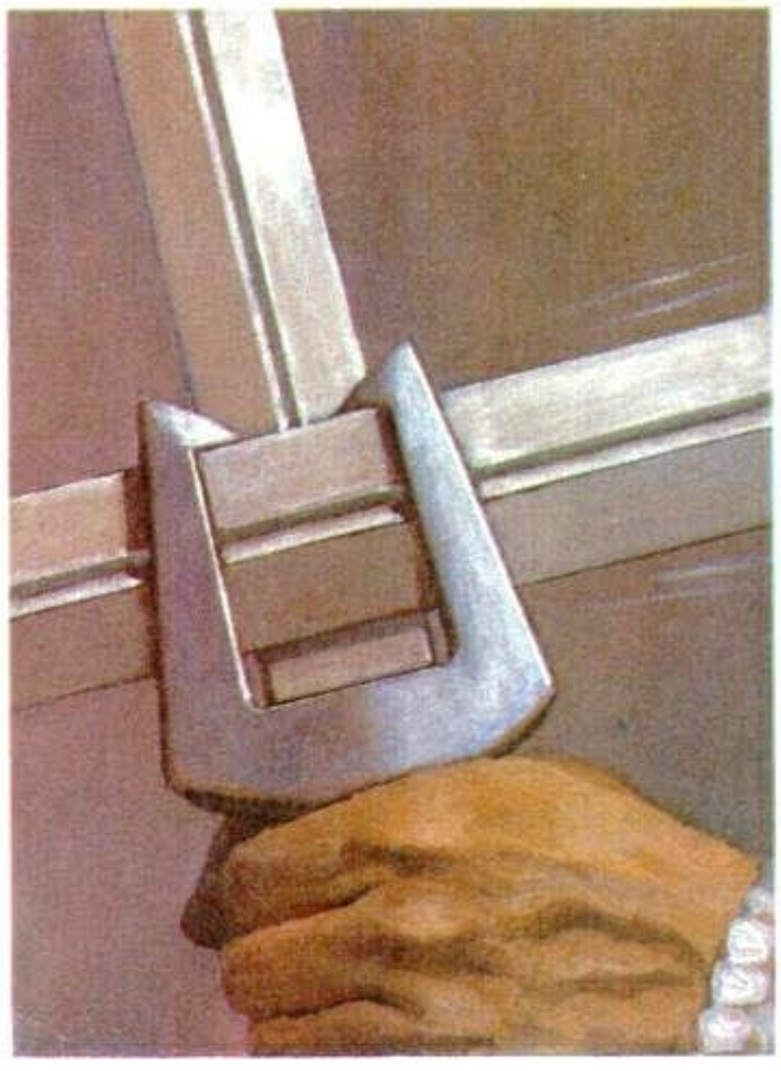

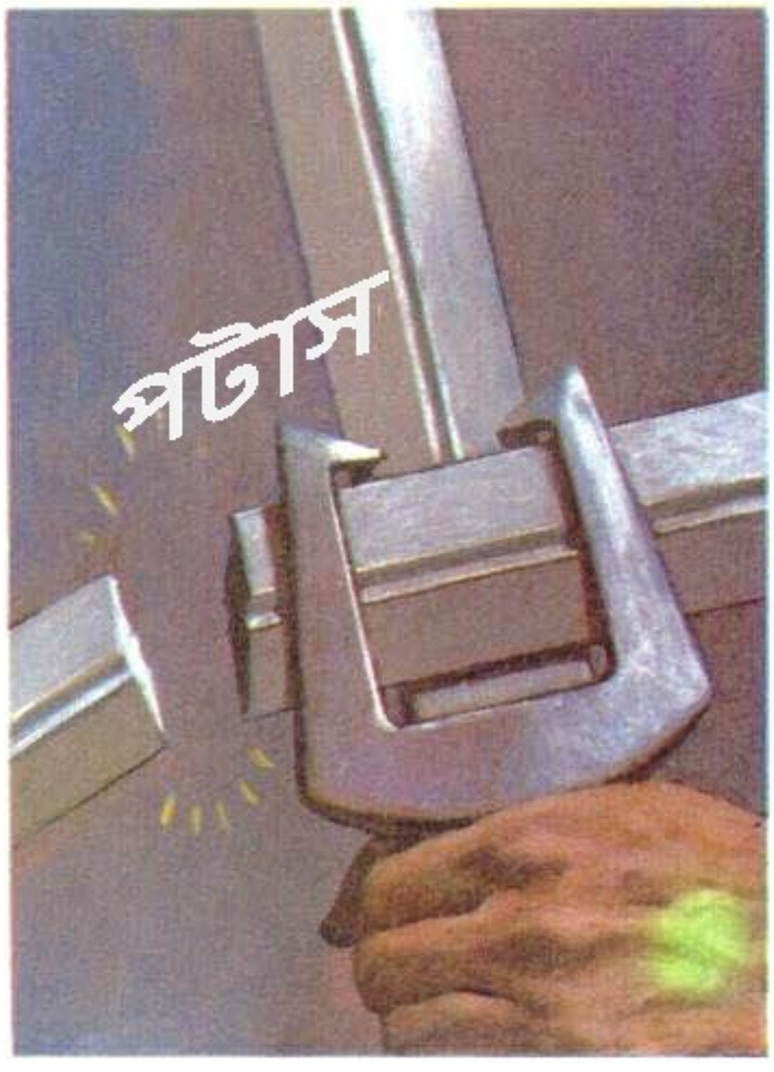
পটাস

আমাকে নিরাশ করলে হে... মরার জন্য প্রস্তুত হও!

তুমি ভাবছ আমি পিছু ফিরে দেখব? যাও হে... এসব পুরানো কৌশল!

অ্যাঁ?

ভয় পেও না... **তীর চালাও!**

আরে?

এ হতে পারে না... এ হতে পারে... নাহ্ ...

থ্যাংক!

সামলে!
তোমার পিছনে!

কড়াত

উঃ!

সেই চেহারা... এ
কি করে সম্ভব!

ক্লস্ট!*

আমার পরীক্ষা এখনো শেষ
হয়নি, তবে কথা দিচ্ছি, ফিরে
এসে তোমায় নিয়ে যাবো!

* ভাড়াটে সৈনিকের পুরানো শত্রু, ভাড়াটে সৈনিক ০১ - নরক থেকে আনা সুত্র দ্রষ্টব্য

?

তোমার খেল খতম

ফিরে যাও নইলে
তুমিও আমাদের মত
একজন হয়ে যাবে!

তুমি বাঁচবে না

ফিরে যাও নইলে
তুমি মরবে

নিকুচি করেছে!
মরাদের আমি
ভয় পাইনা!

কি কপাল! এই পরীক্ষায় আরেকটু হলেই
বিফল হতাম... কিন্তু আমাকে থামাতে
আরও কটা ভুত লাগত!

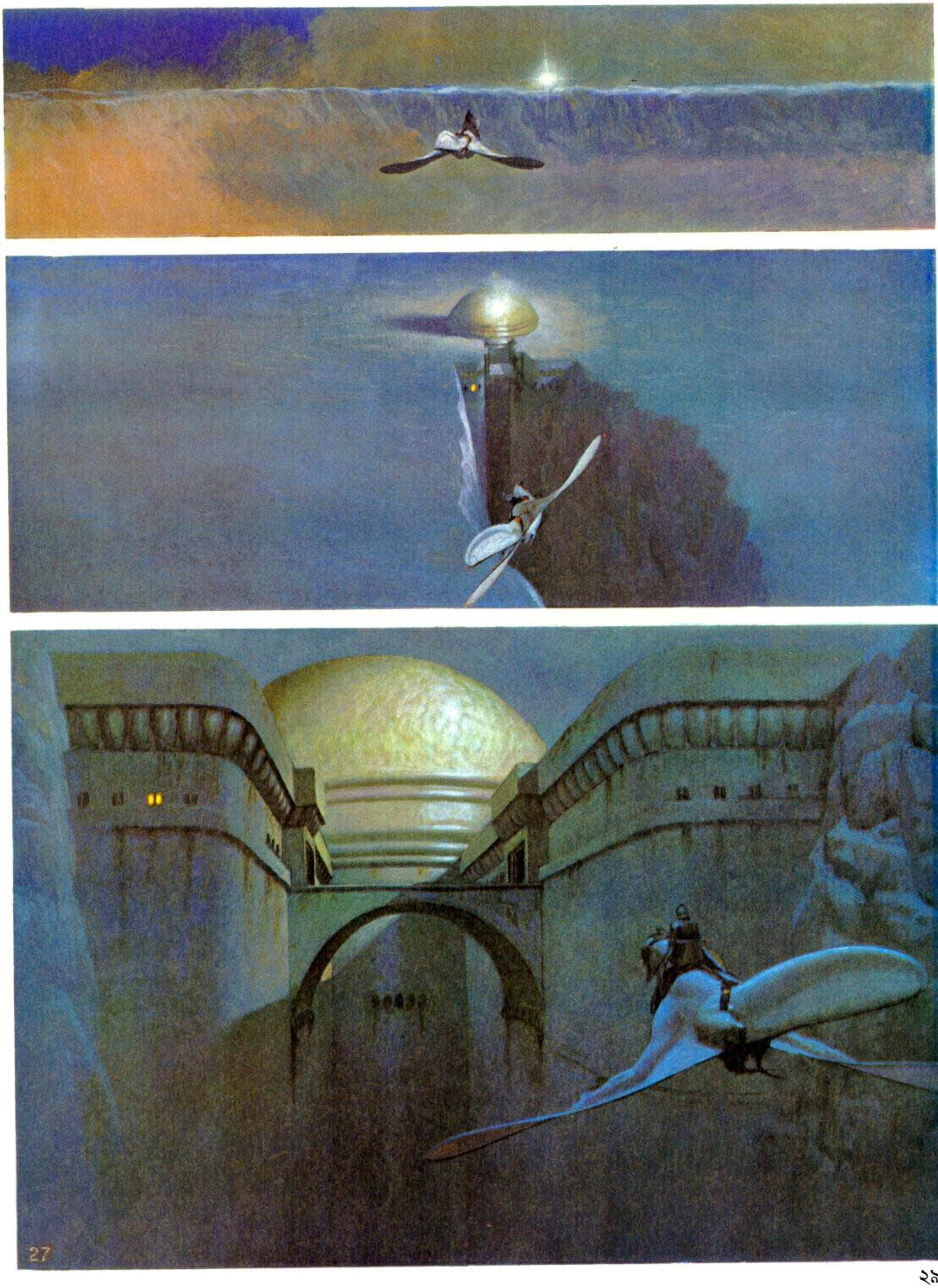

তোমার অপেক্ষাই করছিলাম!

এটাই তোমার শেষ পরীক্ষা। যদি সফল হও, তুমি জ্বালামুখের সৈনিকদলের সদস্য হতে পারবে!

এস আমার সঙ্গে গম্বুজের বড় ঘরে!

ওই ওখানের দরজাগুলি দেখছ? ওদের মধ্যের একটা আর কেবলমাত্র একটাই জ্বালামুখের সৈনিকদলে যেতে দেবে তোমাকে! সঠিক দরজা বাছবে। কারণ ভুল দরজা মানেই মৃত্যু।

বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে কী করতে হবে!

কিন্তু এতেই শেষ নয়। দেখতেই পাচ্ছ, প্রতিটি দরজার আলাদা আলাদা চিহ্ন রয়েছে!

এই ত্রিপটটি দেখতে পাচ্ছ, এতে চিহ্ন আঁকা আছে যেটা সঠিক দরজার উপর রয়েছে।

আমি তোমার পিছন পিছন ত্রিপটটি খুলে যাবো। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তুমি পিছন ফিরে তাকাও, তুমি মরবে। তৎক্ষণাৎ তোমাকে মমি বানানো হবে।

বুঝেছি, জীবণ-মরণ খেলা!

সত্য, কিন্তু পুরস্কারও তো সেরকমই। তা তুমি কি করবে, এগোনোর সাহস আছে?

সেটা আপনার না জিজ্ঞাসা করলেও চলবে... চলুন..

সাতটা দরজা... বেছে নেয়া শক্ত...

আর উত্তরটা আমার পেছনেই আছে... কিন্তু দেখতে পারব না...

হয়তো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি...

কেন যে এই ঝামেলাতে পড়লাম... নান-তাই! রোসো... এক মিনিট...

এই যে, এটা রাখো আর লুকিয়ে নাও। শেষ পরীক্ষায় এটা কাজে দেবে...

এই তো এখানে...
এটা কী হতে পারে?

একটা আয়না! আরে হ্যাঁ, এবার তো আমি না ঘুরে পেছন দিকে তাকাতে পারি... তাতে কিছু হবে না তো?

নান-তাইয়ের উপর ভরসা করতে হবে... দারুণ... ওই তো চিহ্ন...

ওরে বাবা

না না... আমি মরিনি...

হতেই হবে... আমার প্রতিচ্ছবি অমন হতে পারে, আমি নই! নান-তাই খুব বুদ্ধিমান!

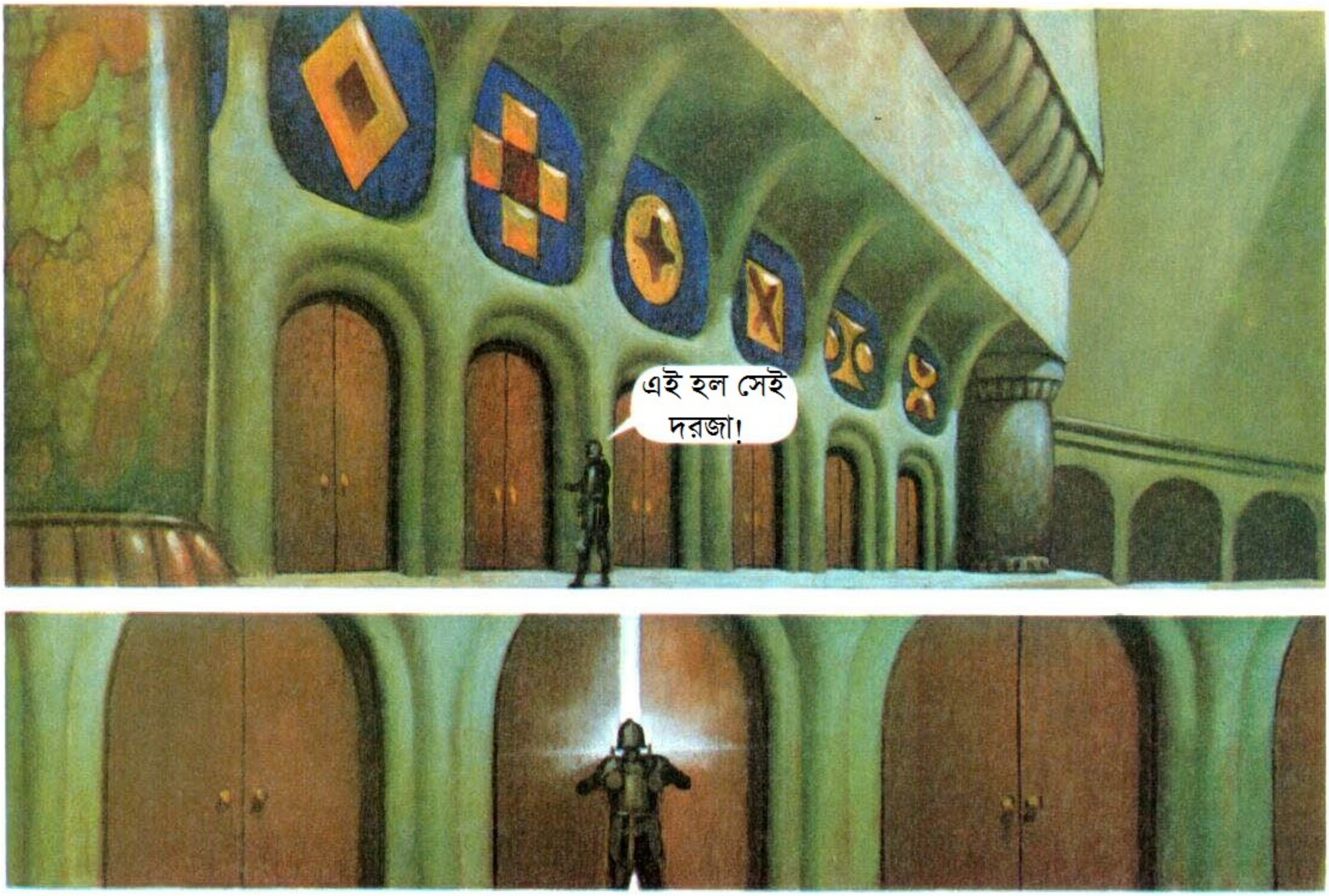

এই হল সেই দরজা!
ইই
আরগঘ

শান্ত হও ভাড়াটে সৈনিক! তুমি জ্বালামুখে ফিরে এসেছ!
জ্বালামুখে? সেটা কীভাবে হতে পারে?
সে ব্যাখ্যা পরে শুনবে। শুধু জেনে রাখো, তুমি এখন আমাদের দলে। এখন থেকে তুমি নান-তাইয়ের সঙ্গে থেকে আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে!
এখন তোমাকে বিভিন্ন উচ্চতায় শ্বাস নিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে আর নান-তাই তোমাকে বিশেষ কৌশল...
ঢঢডং
কি হয়েছে? সতর্কঘন্টা কেন?
প্রভু, সার্গো ভাই এইমাত্র উপত্যকা থেকে খারাপ খবর নিয়ে এলো!
গুরুতর ভয়াবহ!
প্রভু, প্রভু!

প্রায় একশো জনের হানাদার বাহিনী এই পথেই আসছে আর বোঝা যাচ্ছে তারা বেশ ভালোভাবেই এখানের রাস্তা চেনে।

একশো? তা কি করে সম্ভব? সব শেষ... যদি না...

ক্লস্ট

ক্লস্ট? তুমি নিশ্চিত?

নিশ্চয়ই! সন্দেহ নেই, সে বিস্ফোরণে মরেনি আর বদলা নিতে হামলা করছে!

কিন্তু নান-তাই, সেটা কি করে সম্ভব?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। হয়ত চোট না পেয়ে সে পালিয়েছে। কিন্তু এখন ওসব ভাবার সময় নয়। আমাদের কিছু করতে হবে। আশা করি "ম" পরিকল্পনার জন্য সময় আছে।

ঠিকই বলেছ।ভাড়াটে সৈনিককে সঙ্গে নাও!

সার্গো, হানাদারেরা এখন কোথায় হতে পারে?

আমার হিসাব বলছে, ওরা এতক্ষণে বরফ সমতলে পৌঁছেছে।

ক্লস্ট ওদের সঙ্গে এসেছে?

না! সে মারাত্মক আহত। কিন্তু তবুও এরকম আক্রমণ করতে সক্ষম!

ঠিক...ঠিক! তাহলে সে নিশ্চয়ই ওদের পথ এঁকে দেখিয়েছে। এতে আমাদের সুবিধা। বারবার ওরা পথ মিলিয়ে দেখে এগোবে!

তারমানে আমাদের হাতে বেশ ভালই সময় আছে। সার্গো, তুমি নিজে দেখে নেবে, দুটো দ্রুতগামী ড্রাগন প্রস্তুত করো আমাদের জন্য তাতে দুটো ছোট বারুদভরা বোমা ছাড়া আর কিছু না থাকে।

আমার সঙ্গে এসো সৈনিক! আমাদের অস্ত্র নিতে হবে। আর বলে দিই, 'ম' পরিকল্পনা মানে মৃত্যু, আত্মঘাতী যাত্রা!

আমাদের বরফ সমতলের কাছের গিরিখাতে শত্রুর নাকের ডগার উপরে ওই বোমাদুটো ফাটাতে হবে।

এতে বারুদ ভরা আছে। পলতে পুড়ে গেলে বোমা ফেটে যাবে। যখন পলতে পুড়ে এই দাগে পৌঁছাবে সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল দিয়ে দড়ি কেটে দিতে হবে যাতে জলের কাছে গিয়ে বোমা ফাটতে পারে।

ভালো করে স্মরণে রেখো, জলের উপরে যেনো বোমা ফাটে!

আমরা অনেক উঁচুতে উড়ছি!

এটা জরুরী! তুমি শুধুমাত্র উপরে-নীচে ঘুরাতে পারবে।

ওরা এখনো এখানে আসেনি। এখনও কাজ হবে!

সরু গিরিখাত দিয়ে কিছুক্ষণ ওড়ার পর...

ওই ওরা ওখানে। জলদি! সর্বাধিক বেগে! আমার পিছনেই থাকবে!

ওখানে দেখো! উপরে!
মাত্র দুজন! এতো সোজা!
এখনই সৈনিক! আরও উপরে চল আর ভয় পেও না!
ওরা পাগল!
পাশ ফিরে। ভেসে পাশ ফিরে নামো ওড়ার ভঙ্গীতে যাও!

দারুণ! একদম এইভাবেই!

ধ্যাত্তেরি! ওদের পালাতে দিও না! তীর চালাও!

ওরা জোরে যাচ্ছে!

অতুলনীয়!

পলতেয় আগুন দাও!

এখন দড়িটা...

ওরা পালাচ্ছে! তীর চালাও!

উঃ

থ্যাক

নাহ্... পৌঁছাতে পারছি না! ভগবান! ফাটল বলে...

নান-তাই আহত!
পলতে পুড়ছে...

এগুলো নিয়ে
যেতে হবে!

আর এখন...

ইথনন

কটাস

এক...

দুই...

বুউউম

বুম!

বুউম

ড্রাগনটা মারাত্মক আহত!

শুধু এভাবেই চলো, ভালো সঙ্গী!

কি? এখনও তাড়া করছে? পরিকল্পনা বিফলে গেল!

আমাদের গতি কমছে। ওরা এখনই আমাদের ধরে ফেলবে!

গুড়ড়ড়ড়
হচ্ছেটা কী?
ধস নামছে!
আমাদের মাথার উপরে পড়ল বলে!
হে ভগবান! আরেকটু হলেই গেছিলাম!
শেষ পর্যন্ত মহাসমভুমি!

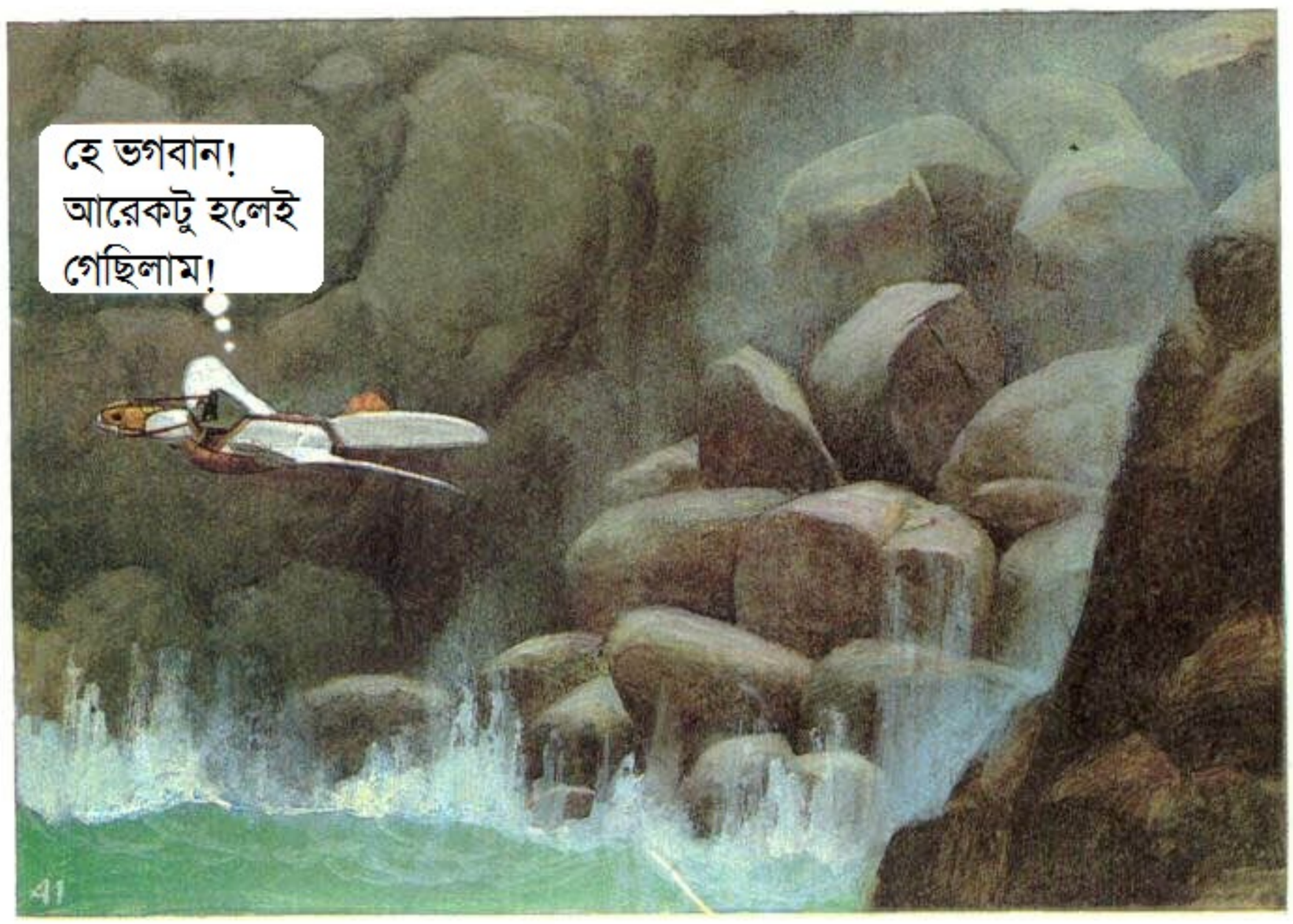

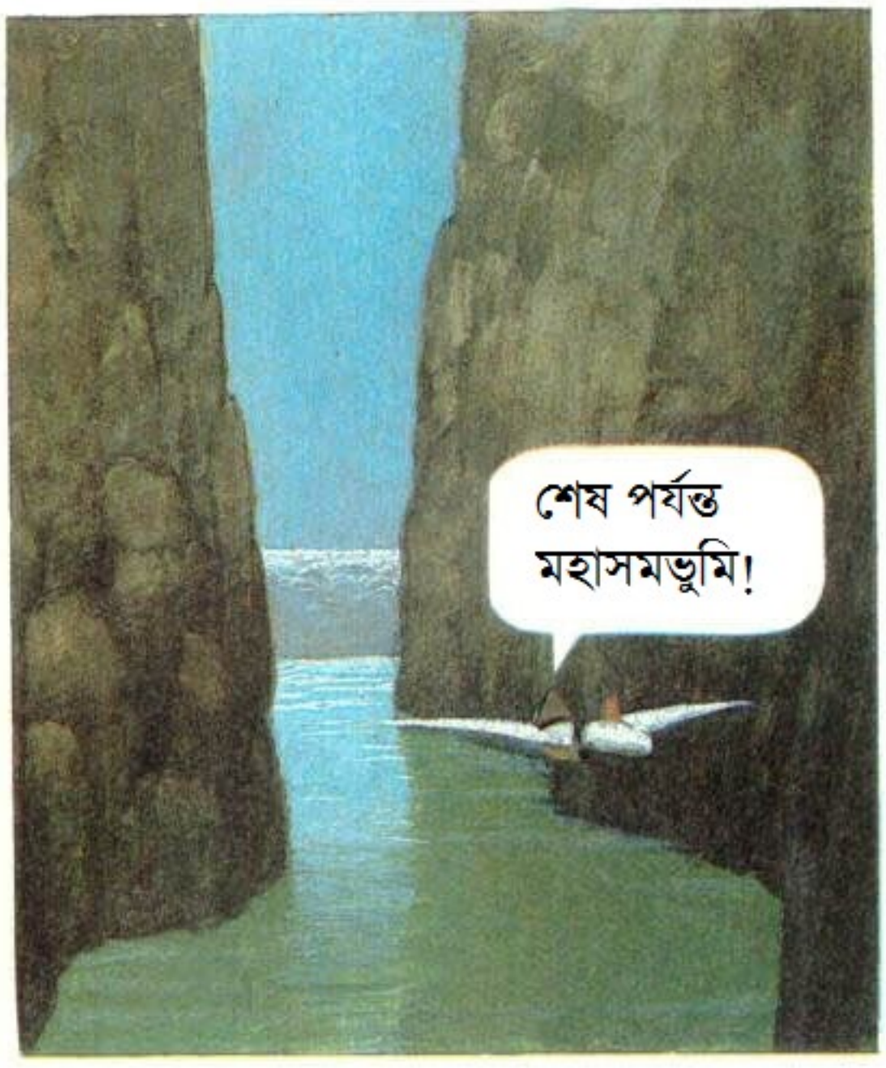

নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি! নীচে যাচ্ছি!

ঢালের নীচে পড়লে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না! ঈশ্বরের দোহাই... ডানা ঝাপটাও, এটাই শুধু মিনতি করছি!

জন্তুটা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই আদেশ পালন করল!

থপাক্

ঝপপাস্স্

জলস্রোত আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে!

নিশ্চয়ই ধস নেমে জল বন্ধ করে দিয়েছে!

জল... বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!

আমরা পড়েই যাব!

রোসো নান-তাই! আঘাতটা অতটাও মারাত্মক নয়!

এতো নরক-যন্ত্রণা!

ভালো কিছু ভাবো! ভাবো তো ধসের অন্যদিকে কি না জানি ঘটেছে!

ধসের অন্যদিকে...

আমাকে দেখতে দাও! আমি বর্মটা আলগা করে দিচ্ছি!

হুম্! সম্ভবত পাঁজরের একটা হাড় ভেঙ্গেছে।ফুসফুসে চোট লাগেনি। আমি টেনে বার করছি!

করো!

ভাড়াটে সৈনিক, তুমি আমাদের দুজনেরই জীবন বাঁচিয়েছ। এটা যদি কোনো পরীক্ষা হত, যদিও নয়, তবে এটা দারুণ পরীক্ষা হত। আমি মারা গেলেও লামা তোমাকে ভরসা করত!

ক্ষতটা মারাত্মক নয়... যদি সঠিক সময় চিকিৎসা হয়... এটাই আমার চিন্তার একমাত্র কারণ!

আমার শুধু একটাই চিন্তা যে ক্লস্ট বেঁচে আছে!

আমারও! আমি এটা বুঝতে পারছি না!

হয়ত বিস্ফোরণের ঠিক আগেই যে সরে গেছিল!

কিন্তু... তার মানে কী? আমি পরীক্ষা চলাকালীন ওকে মেরেছি!

তুমি ক্লস্টকে মারোনি... তুমি কাউকেই মারোনি! পরীক্ষাটা শুধুমাত্র তোমাকে সম্মোহন করে যাচাই করা হচ্ছিল।

সে আবার কী?

মানে বলতে চাইছি পুরো পরীক্ষাটা হয়েছিল তোমার মনের মধ্যে। তোমার মনে তৈরী করা একটা স্বপ্ন। আমরা তোমাকে পরীক্ষা দিয়েছি আর তুমি ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সমাধান করেছ!

তারমানে আমি প্রাণের ঝুঁকি নিইনি... কিন্তু... ওই আয়নাটা... ওটা তো বুঝলাম না?

আমি তোমাকে কক্ষোনো আয়না দিইনি!

হে ধরিত্রী দ্বিধা হও! আর আমি ভাবলাম তুমি আমার পক্ষে... আমাকে না জেনেও সাহায্য করছ!

তোমাকে না জেনে... মোটেই না! আমরা তোমাকে ভালভাবেই জানি। উপত্যকায় আমাদের অগুনতি চর আছে, অনেকদিন থেকেই তুমি নজরে ছিলে আমাদের!

কিন্তু তাহলে... পরীক্ষা কেন?

আমরা শুধু নিশ্চিত হচ্ছিলাম চাপের মুখে তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন!

হুমম্! চাপের মুখে... তাই না! আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এই বরফ-পাথরের মরুভূমি থেকে কীভাবে রক্ষা পাবো!

ভাড়াটে সৈনিক... 'ম'-পরিকল্পনাতেই সব আছে! পুবদিকে তাকাও!

মুক্তবাংলায় পুর্বপ্রকাশিত

ভাড়াটে সৈনিক ১ নরক থেকে আনা সুত্র

শীঘ্রই আসছে...

ভাড়াটে সৈনিক ৩ ভাসমান দুর্গ

ভাড়াটে সৈনিক ৪ বলি